



বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস World Intellectual Property Day

২৬ এপ্রিল ২০১৮



**Powering
change:
Women in
innovation
and
creativity**



পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প মন্ত্রণালয়



সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পাতা
1.	Evolution of IP Laws in Bangladesh - Md. Sanowar Hossain	12-15
2.	পল্লটস্ট ও ডিজাইন উইং এর পৃতিপ্লবদন	16-20
3.	Intellectual Property Rights in Bangladesh and Future Task - Md. Obaidur Rahman	21-35
4.	টপ্পডমার্ক ইউনিট এর পৃতিপ্লবদন	00
5.	An Overview of Well-known Trademark - Muhammad Ferdoush Hassan	00
6.	বাংলাপ্পদপ্পশ ভৌপ্পগালিক নিপ্পর্দর্শক (জিআই) প্প্র নিবনেঃ সপ্পাবনা ও চাপ্পলপ্প - মাঃ বলাল হাপ্পসন	00



বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১৮

World Intellectual Property Day 2018

Published By :

Department of Patent, Design & Trademarks
Ministry of Industries
Government of the People's Republic of Bangladesh

Editorial Board :

Md. Obaidur Rahman	Convenor
A.K.M Jahirul Islam	Member
Saiduzzaman	Member
Md. Belal Hossen	Member
Mithun Kumer Das	Member
Azoy Kumar Roy	Member
Mirza Golam Sarwar	Member Secretary

In Cooperation with :

Md. Fazlul Haque
Koushik Uddin
Md. Noor Alam Hazari

Published on :

26 April, 2018

Cover, Inner Designed &
Printed by:



Progoti Media
Majumder House
39 Purana Paltan, Dhaka-1000
email: progotimedia@gmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৩ বৈশাখ ১৪২৫

২৬ এপ্রিল ২০১৮

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১৮ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

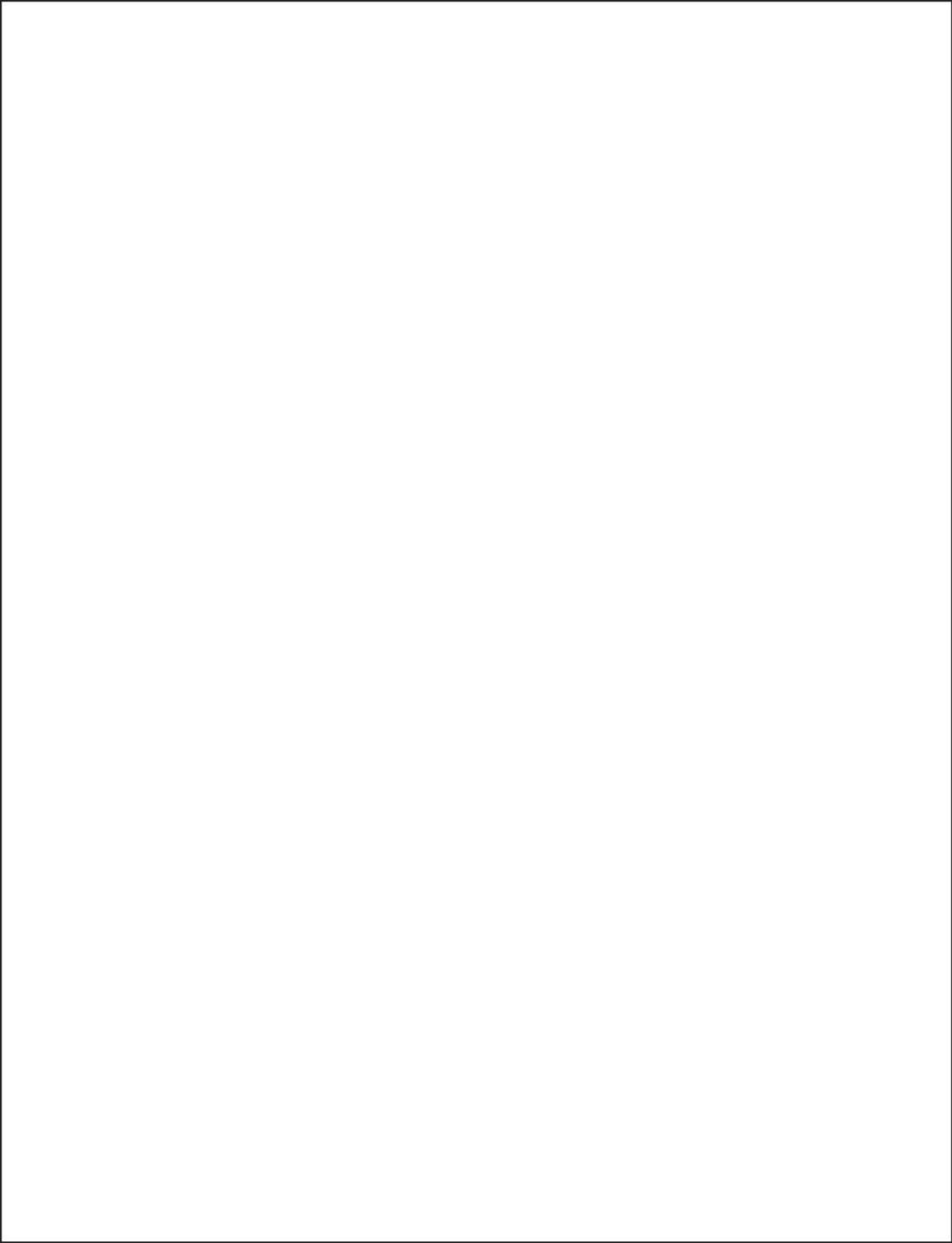
আদিম সভ্যতা থেকে বর্তমান সভ্যতায় আসতে মানুষের মেধা, দক্ষতা ও সৃজনশীলতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার সভ্যতার বিকাশ এবং মানুষের এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রসারিত করেছে। তার সুফল ভোগ করছে সারা পৃথিবীর মানুষ। আর এই উদ্ভাবনী সৃজনশীলতায় যেমন পুরুষের ভূমিকা আছে, তেমনি আছে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসে বিশ্ব আজ নতুন দিগন্তের সন্ধানে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। সে বিবেচনায় বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য 'Powering change: Women in innovation and creativity' অর্থাৎ 'ক্ষমতা পরিবর্তন : উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতায় নারী' অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। দেশের নারী সমাজ নিত্য নতুন উদ্ভাবন এবং সৃজনশীলতার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা ও মেধার স্বাক্ষর রেখে একটি উন্নত বাংলাদেশ গঠনে অবদান রাখবেন- এ প্রত্যাশা করি।

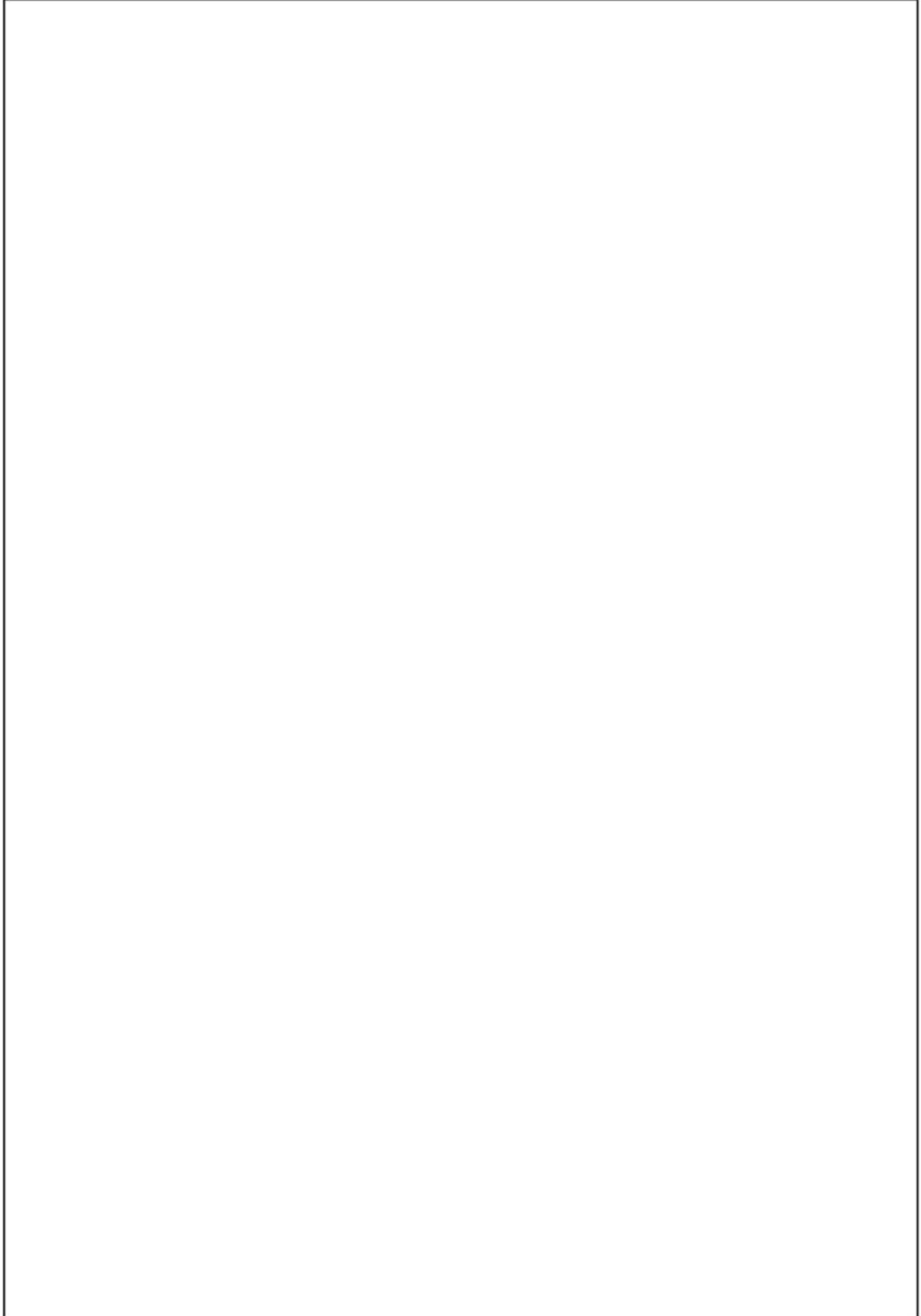
মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। জীবনকে আরো সহজ ও সুন্দর করতে তাই প্রতিনিয়ত পরিচালিত হচ্ছে গবেষণা কার্যক্রম। উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পাওয়ার পর বাংলাদেশে এখন এর প্রাসঙ্গিকতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত সৃজনশীল। নতুন নতুন আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে তারা কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই। এক্ষেত্রে এদেশের নারীদের সাফল্যও উজ্জ্বল এবং মহিমান্বিত। আমি আশা করি, আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অচিরেই বাংলাদেশ আরও সৃজনশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

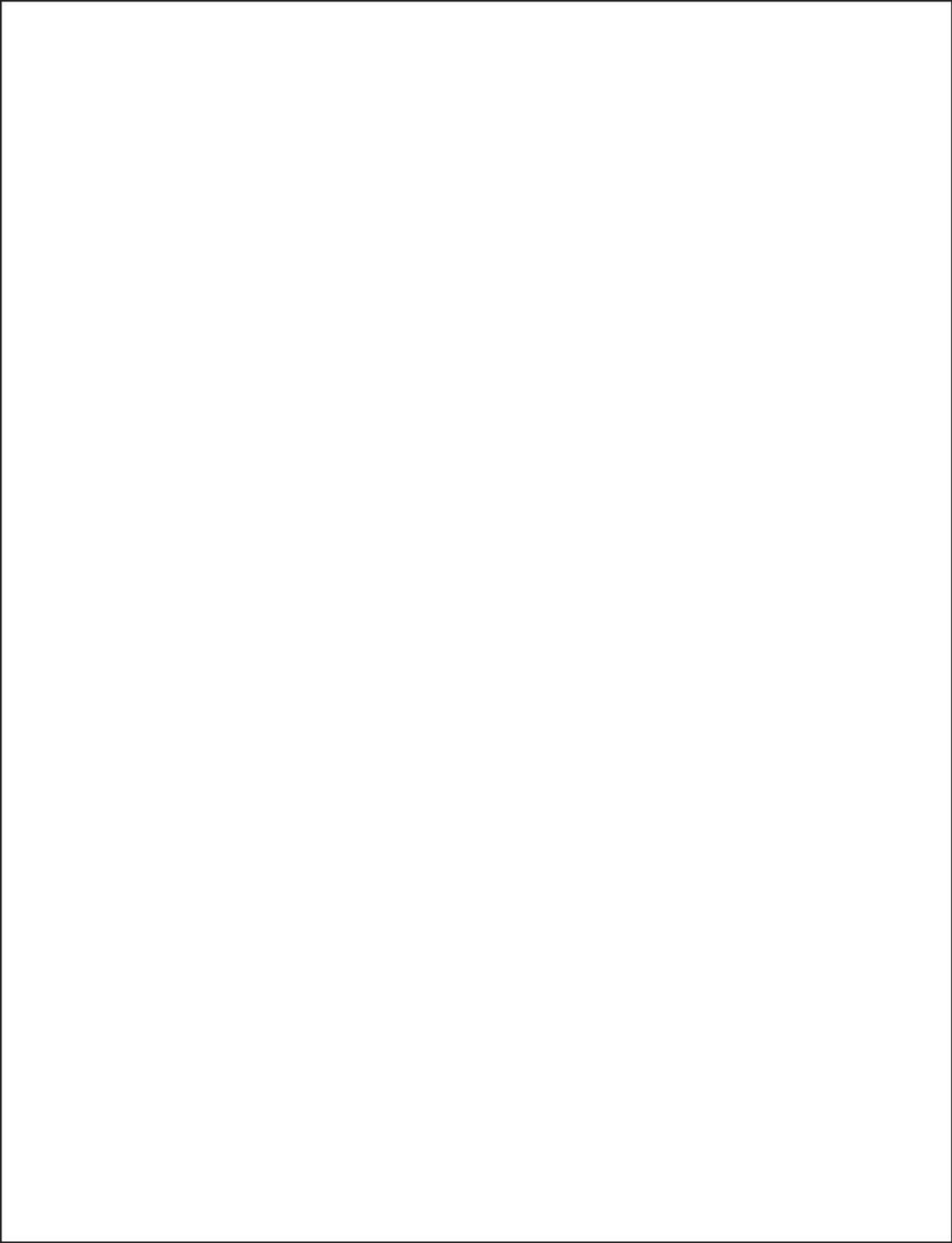
বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১৮ সার্থক হোক, সফল হোক-এ প্রত্যাশা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ









আমির হোসেন আমু, এম.পি

মন্ত্রী

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা

১৩ বৈশাখ ১৪২৫

২৬ এপ্রিল ২০১৮

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডি) এর উদ্যোগে ২৬ এপ্রিল “বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস” উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ মহতী উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল।

এ বছর বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, “Powering change: Women in innovation and creativity”। বাংলায় এর ভাবার্থ দাঁড়ায়, “ক্ষমতায়নের পরিবর্তন: উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতায় নারী”। নারী ক্ষমতায়ন ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

২০২১ সালের মধ্যে শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার পূরণে শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্য বৈচিত্রকরণের উদ্যোগ জোরদার করা জরুরি। এ লক্ষ্যে জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের বিকল্প নেই। ডিজিটলাইজড কমিউনিকেশন ও ইন্টারনেট অবকাঠামোভিত্তিক তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী শিল্পখাতে গুণগত পরিবর্তন এসেছে। ফলে জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের ধারা ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে এবং পরিবেশবান্ধব সবুজ প্রযুক্তি ও সবুজ পণ্য উৎপাদনের প্রয়াস জোরদার হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সৃজনশীল উদ্ভাবন ও গবেষণায় ব্যাপকহারে পৃষ্ঠপোষকতা ও বিনিয়োগ করে যাচ্ছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে বিদ্যমান মেধাসম্পদ ও সৃজনশীল প্রতিভা কাজে লাগিয়ে জ্ঞানভিত্তিক শিল্পখাত গড়ে তোলাই এ প্রয়াসের অন্যতম লক্ষ্য। শিল্পোন্নত দেশগুলো ইতোমধ্যে এ অভিযাত্রায় ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এ বিরাট নারী জনগোষ্ঠিকে উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। এদেশের নারী জনগোষ্ঠির মেধা ও সৃজনশীলতা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। আমাদের নারী উদ্যোক্তারা ইতোমধ্যে দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশে নিজেদের পণ্য বাজারজাত করছেন। শুধু উদ্যোক্তা হিসেবে নয়, গবেষণা, শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি কিংবা পেশাজীবী হিসেবে তারা বিশ্ব দরবারে নিজেদের সম্মানজনক অবস্থান তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। নারীদের মেধা-মনন, সৃষ্টিশীলতা, সৃজনশীল চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে দ্রুত দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। এর ফলে নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি টেকসই শিল্পায়নের অভিযাত্রা বেগবান হবে। এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন সৃজনশীল নারী উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী, সংস্কৃতিসেবী, প্রযুক্তিবিদ, উদ্ভাবক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে মেধাসম্পদের লালন, সংরক্ষণ এবং এর যথাযথ ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

০৪ বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৭ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ


আমির হোসেন আমু এম.পি



মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ বৈশাখ ১৪২৫
২৬ এপ্রিল ২০১৮

বাণী

নতুনত্ব এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার মানসে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় ২৬ এপ্রিল ২০১৮ “বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস” উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক কিংবা কপিরাইট আমাদের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে এবং সৃষ্টিশীল মানুষজন ও বিজ্ঞানীদের কাজ কীভাবে আমাদের সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখছে এসব বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই দিবসটি উদযাপন। কলকারখানা, যন্ত্রপাতি কিংবা যেসব আবিষ্কার স্পর্শ করা যায়, যেগুলো জায়গা দখল করে দ্রব্যের আকারে আবির্ভূত হয়ে আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে সমাজকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যায়; তার জন্য প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক কিংবা কপিরাইটের মাধ্যমে আবিষ্কারকদের স্বীকৃতি এবং তাদের শ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তির মূল্য দিতে এই ব্যবস্থা। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে “Powering change: Women in innovation and creativity” নির্ধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ও সমরোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রাচীনকাল থেকে সভ্যতা ও অর্থনৈতিক বিকাশে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। এই পৃথিবী এই সভ্যতার সকল আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন এসেছে সৃজনশীল নারী এবং পুরুষ বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে যার ফলস্বরূপ আমরা দেখেছি এই সুন্দর পৃথিবী। এই সভ্যতার বিকাশে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের রয়েছে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সমর্থন। দেশের জনসাধারণকে মেধাসম্পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য এবং মেধাসম্পদ সৃষ্টি ও তার সুরক্ষার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করণার্থে এ দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। শেখ হাসিনার সরকার এই উদ্যোগ সফল করার লক্ষ্যে গবেষণা ও উদ্ভাবনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেশকে এনেছে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ।

একজন উদ্ভাবকের দীর্ঘ সাধনা, শ্রমের বাস্তব দিক হচ্ছে তার উদ্ভাবন। তাই একজন উদ্ভাবকের মেধা, উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতাকে স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ অতীব জরুরী। কেননা সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রায়নে তথ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের ন্যায় মননশীল পরিশ্রমী জাতিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সৃজনশীলতার বন্ধনের মাধ্যমে দ্রুত বিকাশের সুযোগ করে দিতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে শান্তিপূর্ণ, সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশে এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপনের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই এবং দিবসটির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মতিয়া চৌধুরী

(মতিয়া চৌধুরী এমপি)



মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্

সচিব

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ বৈশাখ ১৪২৫

২৬ এপ্রিল ২০১৮

বাণী

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এ বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ীয় পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২৬ শে এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপনে **WIPO** এর এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় **"Powering Change: Women in Innovation and Creativity"** বাংলাদেশের সাথে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। বর্তমানে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ করেছে; যেখানে নারীর প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষা, বাণিজ্য, কৃষি, বিজ্ঞান, শিক্ষা-সাহিত্যসহ সবকিছুতে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য যা নারীর ক্ষমতায়নেরই বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশের নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে; সারা বিশ্ব তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বীকৃতি দিচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার নারী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন নীতি প্রনয়ণ করছে এবং একটি নারী বান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশা করি নারীরা তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও সৃজনশীলতা দিয়ে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে তাদের অবস্থানকে আরো মজবুত ও সুসংহত করতে সমর্থ হবে।

নারীর সাফল্যের অগ্রযাত্রায় নব দিগন্তের সূচনা হোক এই প্রত্যাশা করে এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের সাফল্য কামনা করছি।

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্



মোঃ সানোয়ার হোসেন

রেজিস্ট্রার

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ঢাকা।

১৩ বৈশাখ ১৪২৫

২৬ এপ্রিল ২০১৮

বাণী

আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, ২০০১ সন হতে অনবদ্যভাবে বাংলাদেশে প্রতিবছর বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা (WIPO) এর আহবানে তাদের নির্বাচিত প্রতিপাদ্য বিষয় অবলম্বনে দিবসটিতে মেধাসম্পদ বিষয়ক আলোচনা হয়। এতে সকল পেশা ও স্তরের মানুষ মেধাসম্পদ বিষয়ক বর্তমান এবং আগামী দিনের সমস্যাগুলো অবহিত হয় এবং ঐগুলোর সমাধানে সচেষ্ট হতে পারে।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় “Powering change: Women in innovation and creativity” বৈশ্বিক উন্নয়নে খুবই প্রাসঙ্গিক। সমাজকে এগিয়ে নিতে সর্বস্তরে নারীর নেতৃত্ব প্রয়োজন। অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্বহীন রেখে আমরা বেশি দূর এগোতে পারব না। এটি শুধু নারীর জন্য নয় সমাজের জন্যও মঙ্গলজনক। যে কোনো সৃষ্টিশীল কাজে নারী অনেক বেশি নিবেদিত, কারণ তার মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির ক্ষমতা। বর্তমান বিশ্বে প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, আন্তর্জাতিক অঙ্গনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে নারীদের সরব উপস্থিতি। পৃথিবীর সবদেশেই আজ নারী বিপ্লব ঘটছে, ঘটছে নারী জাগরণ। বিজয় হচ্ছে নারীদের। শিক্ষার ক্ষেত্রে, পেশার জগতে, গবেষণা কর্মে, আবিষ্কারে, ব্যবসা-উদ্যোক্তা হিসেবে, সমাজকর্মে, যুদ্ধক্ষেত্রে, রাষ্ট্র পরিচালনার নানা পর্যায়ে, কূটনীতিতে পুরুষের মতোই দায়িত্বশীলতার ও সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়ে চলেছে নারীরা। নারীর উদ্ভাবন, সৃষ্টিশীলতা, কর্মদক্ষতা ও সাহস সহায়তা করতে পারে আমাদের ভবিষ্যত বিনির্মাণে, বদলে দিতে পারে পৃথিবী।

শিল্প মন্ত্রণালয়ধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডি) শিল্প সম্পর্কিত জাতীয় মেধাসম্পদ অফিস হিসেবে শুরু থেকেই প্রতি বছর দিবসটি উৎযাপন করে আসছে। ডিপিডিটির এ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি উদ্ভাবক, গবেষক, উদ্যোক্তা ও সাধারণ মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা এ প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের নিরলস প্রচেষ্টাকে আরো অনুপ্রাণিত করবে। এবারের মেধাসম্পদ দিবস থেকে বিশ্বব্যাপী নতুনরূপে অব্যাহত থাকবে নারী জাতির অগ্রযাত্রা, এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের। আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৮ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ সানোয়ার হোসেন



১৩ বৈশাখ ১৪২৫

২৬ এপ্রিল ২০১৮

সম্পাদকীয়

২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস। প্রতি বছর এই দিনটি সারা বিশ্বে WIPO এর সদস্যভুক্ত দেশসমূহে বেশ ঘটা করেই পালন করা হয়। ২০০১ সাল হতে প্রতি বছর WIPO কর্তৃক নির্ধারিত একটি প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে তার আলোকে অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য “Powering change: Women in innovation and creativity”-নারীর ক্ষমতায়নে তার উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার গুরুত্ব সম্পর্কিত। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর সম্পৃক্ততা মানুষের জীবনযাত্রাকে করেছে সমৃদ্ধ এবং গতিশীল। বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তোরনের দ্বারপ্রান্তে। ইতোমধ্যে বিষয়টি আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপন করেছি। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আমাদেরকে অনেক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। বিশেষ করে গবেষণা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে। এক্ষেত্রে মেধাসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মানুষকে এ সমস্ত বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্যই প্রতিবছর বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালন করা হয়।

শিল্প মন্ত্রণালয়ধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডি) বাংলাদেশে দিবসটি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পালন করে। এ উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ বাণী প্রদান করে থাকেন। ডিপিডি দিবসটির তুলে ধরে সেমিনারের আয়োজন, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে টক শো ও একাধিক দৈনিক সংবাদপত্রে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে থাকে এবং বিশেষ করে তথ্যবহুল সুদৃশ্য স্মরণিকা প্রকাশ করে থাকে। এ বছরের স্মরণিকার বৈশিষ্ট্য হল মেধাসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধের পাশাপাশি ডিপিডির বিভিন্ন ইউনিটের বিস্তারিত বর্ণনা যা থেকে উক্ত অধিদপ্তর সম্পর্কে পাঠক সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি আগেই বলেছি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মেধাসম্পদকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। Modern times demand a new level of skills, options and efficiencies. At this juncture, we need to explore our own potential by harnessing our strengths to avail the fruits of the future. We need to enhance our own reach and capabilities.

বর্তমান সরকার আগামী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মেধাসম্পদকে গুরুত্ব দিয়ে মেধাসম্পদের বিভিন্ন আইন ও বিধিকে যোগ্যপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মেধাসম্পদ অফিসগুলোকে মডার্ন তথ্য-প্রযুক্তির আওতায় এনে সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এ ধরনের উদ্যোগকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হলে আমাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে, পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে হবে। Change is the most consistent component in the path to success. An acute awareness of changing scenarios is imperative to succeeding in the world we live in. Changes bring innovation and open new horizons. It is up to us, whether we bring the change or be changed by others.

যে সকল প্রতিষ্ঠান তাদের বিজ্ঞাপন দিয়ে দিবসটি উদযাপনে সহযোগিতা করেছে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। দিবসটি উদযাপনে অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ডিপিডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের সুযোগ্য রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেনের সুচারু নির্দেশনা ও পরিচালনা মেধাসম্পদ দিবসের কর্মসূচীতে বহুমাত্রিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

মেধাসম্পদ দিবসের সকল কর্মসূচী সফল হোক এই কামনায়।

মোঃ ওবায়দুর রহমান
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ডিপিডি)

ও

আহবায়ক

প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি
বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৮



Evolution of IP Laws in Bangladesh

— Md. Sanowar Hossain¹

Intellectual property refers to creations of the mind, inventions, literary and artistic works, and symbols, names and images used in commerce. Intellectual Property Rights are like any other property rights – they allow the creator, or owner of a patent, trademark or copyright to benefit from his or her own work or investment. These rights are outlined in Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights, which sets forth the right to benefit from the protection of moral and material interest resulting from authorship of any scientific, literary or artistic production.

The ancient, medieval, and colonial history of Bangladesh covers a period from antiquity to 1947, when India was partitioned. So the history of Bangladesh prior to 1947 is a history of India of which Bangladesh was a part. Bangladesh owes the origin of its Statutory IP law from the British Ruler as like the India and Pakistan. Present laws on IP protection is solely based on those laws. The laws have been developed separately on the basis of 'Patent and Design', 'Trademark' and 'Copyright'

The Patent system was instituted by the British Patent Law 1852 to protect inventions. This Act was gradually modified in the years to follow. The Act VI of 1856 on Protection of Inventions as introduced was based on the British Patent Law of 1852. Certain exclusive privileges were granted to the inventors of new manufactures for a period of 14 years by the Act of 1856. The Act was modified as Act no XV in 1859. Patent monopolies called exclusive privileges (of making, selling and using inventions in India and authorizing others to do so for 14 from the date of filling specification). This continued until 1872 when the Patents and Designs Act, 1872 was adopted. The Protection of Inventions Act was enacted in 1883. Act of 1887 and the Act of 1883 was consolidated into the Inventions and Designs Act, 1888. Finally the Indian Patents & Designs Act was come into existence in 1911. This Act, in the name of Patents and Designs Act, 1911, has been continuing into operation in our country at present with certain forms of modifications.

The first legislation on copyright was introduced in 1914, which was mainly based on the British Copyright law of 1911. After the independence from Britain new law on copyright was promulgated in 1962 during ruled under Pakistan. After independence the Ordinance was continued to govern the laws related to copyright. This Ordinance continued into operation till 1999 when the Copyright Ordinance 1962 has been

¹Registrar (Additional Secretary), Department of Patent, Design and Trademarks, Ministry of Industries, Dhaka, Bangladesh.



replaced by the new Copyright Act of 2000. Now in our country, Copyright law is regulated by the Copyright Act 2000 (No 28 of 2000) and it is amended in 2005. The new law contains different provisions in the line of International standard. This Act of 2000 was adopted to cope with the changing circumstances of around world on copyright law and also to fill up the demand required by Berne Convention.

The Patents, Designs and Trademarks Act of 1883 are the earliest legislation found to protect IP. The protection of trademark was governed by the Merchandise Marks Act, 1889 to prohibit the using of fraudulent marks on merchandise. The Penal Code, 1860 of Bangladesh comprises several penal laws against the violations of various Intellectual Property Rights (IPR). In absence of any specific official trademark Law in India numerous problems arouse on infringement, law of passing off etc. and these were solved by application of section 54 of the specific relief act 1877 and the registration was obviously adjudicated by obtaining a declaration as to the ownership of a trademark under Indian Registration Act 1908. To overcome the aforesaid difficulties the Indian Trademarks Act was passed in 1940, this corresponded with the English Trademarks Act. The laws of trademark were being governed by this Act during Pakistan period and after the emergence of Bangladesh it has continued into operation. This Act continued its action in Bangladesh till 2007. There was an increasing need for more protection of Trademarks due to the major growth in Trade and Commerce. Considering the circumstance the Honorable President of Bangladesh has adopted the Trademark Ordinance, 2008 in exercise of his power under Article 93 (1). This Ordinance was ratified by the Parliament in 2009 and presently known as the Trademark Act, 2009. The objective of this Act was easy registration and better protection of trademarks and to prevent fraud.

And recently Bangladesh has introduced Geographical Indications of goods (Registration and protection) Act, 2013 and Geographical Indications of goods Rules 2015 for the protection of GI goods for the first time of the history of the nation. We have started GI registration from 1st September, 2015. We have received thirty one applications for GI registration. Among the applications two applications have been registered as GI product. The Patent Act, 2017 and Bangladesh Industrial Design Act, 2017 are on the process to enact.

Now, we are introducing IP Policy in Bangladesh as like Industrial Policy, ICT Policy, Agricultural Policy, and Education Policy. The objective of IP Policy is to proliferate innovation and creativity in the country.

The protection of IP property at national level is ensured by different Acts and the Rules made there under. There is separate legislation for different kinds of IP. The inventions and designs are being protected under the Patents and Designs Act, 1911 and the Patents and Designs Rules, 1933. The trademark protection is ensured by the Trademark Act, 2009 and the Trademark Rules, 2015. The Copyrights Act, 2000 and the Copyrights Rules, provides protection for the subject matters of copyright.

A patent is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides a new way of doing something, or offers a new technical solution to a problem.



A patent provides for protection for the invention to the owner of the patent. The protection is granted for a limited period, generally 20 years. However in our Patents and Designs Act, 1911 the term of patent is 16 years from its date unless otherwise expressly provided.

A trademark is a distinctive sign which identifies certain goods or services as those produced or provided by a specific person or enterprise. The system helps consumers identify and purchase a product or service because its nature and quality, indicated by unique trademark, meet their needs. So every mark denotes an individualistic persona that has to be respected and the goodwill maintained.

Copyright is a legal term, describing rights given to creators for their literary or artistic works. The kind of works covered by copyrights include literary works such as novels, poems, plays, reference works, newspapers, computer programs, databases, films, musical compositions, choreography, artistic works such as paintings, drawings, photographs and sculpture, architecture and advertisements, maps and technical drawings. The Copyright Act, 2000 says the copyright shall exist for a period of 60 years counted from calendar year next to the death of the creator.

Law of Tort and the Contract Act, 1872: The law of tort protects valuable business information from misappropriation by others. Any types of information can be protected as trade secrets. Know how is the most common types of knowledge which can be protected law of tort. The owner must maintain reasonable precaution to keep the information secrets by owner.

Intellectual Property is not an alien concept in fact it is a concept which is seen in everyday life whether a movie, book, plant variety, food item, cosmetics, electrical gadgets, software's etc. It has become a concept of prevalence in everyday life. People have also started celebrating World Intellectual Property Day on 26th April every year.

Intellectual Property Protection is very important and there should be a movement towards Global Intellectual Property Order, if there is no IPR protection, it can be argued that inventive activity will cease. The rationale for Intellectual Property protection is that it can stimulate creativity and innovation and encourage the exploitation of inventions for the good of the society. Public policy here aims at maintaining an intellectual Property system which encourages innovation through proactive protection initiatives, while at the same time ensuring that this is not at the cost of societal interests. In this context, the challenge for World Intellectual Property Organization would be to incorporate public policy issues in programs carried out with developing countries, such as raising awareness of flexibilities in existing international intellectual property treaties.

Many treaties and conventions have taken place in the field of Intellectual Property particularly Patents and Trademarks. Bangladesh is an active member of the International body WIPO (World Intellectual Property Organization). It is also part of two treaties namely Paris Convention 1883 where Industrial Property is protected and Berne Convention 1886 where Literary and Artistic Works are protected. Bangladesh is a signatory of the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement of the World Trade Organization

(WTO), which came into force on January 1, 1995. The TRIPS Agreement sets detailed, compulsory and common standards for all countries following the dispute settlement system of the WTO. Also Bangladesh is currently party to the Universal Copyright Convention -May 5, 1975. The purpose of all this is to protect individuality of the manufacture, prevent infringement and improper usage of signs.

Bangladesh is rapidly taking steps towards establishing itself as a mid-income country. Socio-economic indicators demonstrate that Bangladesh is a strong emerging economy and a culturally enriched nation. This emergence has been gradually recognized worldwide and the international media has reported that Bangladesh may surpass western countries by 2050. Intellectual Property (IP) has become a significant factor in productivity and economic growth. Strong and effective IP protection is a particularly powerful incentive for firms to invest in generating new technology in sectors where the returns to technological investment are very long term, involve high risks and are easy to copy. IP rights provide a further impetus to innovation in that they require an inventor who seeks time-limited protection to publish the knowledge embodied in a product or process.



পেটেন্ট ও ডিজাইন উইং এর প্রতিবেদন

ভূমিকা

বিশ্বের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য উদ্ভাবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নব উদ্ভাবিত শিল্পজাত পণ্য বা পদ্ধতি সুরক্ষার জন্য পেটেন্ট এবং শিল্পে ব্যবহৃত পণ্যের নান্দনিক সৌন্দর্যের জন্য ডিজাইন নিবন্ধন করা হয়ে থাকে। নিবন্ধনের ফলে উদ্ভাবিত শিল্পজাত পণ্য বা পদ্ধতি এবং পণ্যের ডিজাইন রাষ্ট্রীয়ভাবে সুরক্ষিত থাকে। এতে গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বাজারজাতকৃত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকেই সুরক্ষিত ও নিশ্চিত্তে বিনিয়োগ করতে পারে। ফলস্বরূপ গবেষণা ও উন্নয়নে যেমন প্রতিযোগিতা বেড়ে যায় তেমনি গ্রাহকগণ মান সম্পন্ন পণ্য বা পদ্ধতির সুফল ভোগ করেন। উক্ত বিষয়গুলির জন্য পেটেন্ট ও ডিজাইন উইং নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রতিবেদনে পেটেন্ট ও ডিজাইন উইং এর ২০১৭ সালের কাজের বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মেধাসম্পদ অফিসের ন্যায় আধুনিক, যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে এবং কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন পূর্বতন ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি এবং পেটেন্ট অফিস দুটিকে একীভূত করে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সরকার বিগত ২০/০২/৮৯ খ্রিঃ তারিখে এক নির্বাহী আদেশ বলে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডি) গঠন করতঃ শিল্প মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকরে। ডিপিডি মেধা সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ক একটি বিশেষায়িত সংস্থা।

The Patents and Designs Act, 1911 এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত সাবেক পেটেন্ট অফিস এবং The Trademarks Act, 1940 এর আওতায় তদানীন্তন ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রি অফিস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে নবগঠিত অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন-কানুন কিছু সংশোধন/পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর গঠন সংক্রান্ত The Trademarks (Amendment) Act, 2003 এবং The Patent (Amendment) Act, 2003 আইন দুটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ করা হয়।

অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম হচ্ছে The Patents and Designs Act, 1911 এবং Patents and Designs Rules, 1933 অনুযায়ী নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্যে পেটেন্ট মঞ্জুর করা, শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের নতুন ও মৌলিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন এর নিবন্ধন দেয়া এবং The Trademarks Act, 2009 and TM Rules 1963 এর আওতায় শিল্পজাত পণ্য বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে ট্রেডমার্কস নিবন্ধন করা। ডিপার্টমেন্ট অব পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস বর্তমানে ০৬টি উইং ও ইউনিট যথা পেটেন্ট ও ডিজাইন উইং, ট্রেডমার্কস উইং, প্রশাসন ও অর্থ উইং, World Trade Organization (WTO) & International Relations (IR) উইং, ভৌগোলিক নির্দেশক ইউনিট এবং আইটি ইউনিট এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মেধা সম্পদ চর্চা ও সৃজনে উৎসাহ প্রদান, মেধাসম্পদ অধিকার সংরক্ষণ এবং এর যথাযথ ব্যবহারে এ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

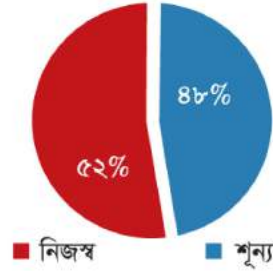
সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর কয়েকটি আইন ও বিধির মাধ্যমে তার কার্যাবলী নিষ্পত্তি করে থাকে। যেমনঃ

- পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন - ১৯১১
- ট্রেডমার্কস আইন - ২০০৯
- ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন- ২০১৩
- ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা-২০১৪
- পেটেন্ট ও ডিজাইন বিধিমালা - ১৯৩৩
- ট্রেডমার্কস বিধিমালা - ২০১৫

অধিদপ্তরকে আরো গতিশীল এবং যুগোপযোগী করার লক্ষে নতুন খসড়া “পেটেন্ট আইন-২০১৬” কেবিনেট কর্তৃক নীতিগত অনুমোদনের পর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং এর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং “ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন-২০১৭” এর খসড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে হয়েছে। এছাড়া আইপি নীতিমালা প্রণয়নের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

পেটেন্ট ও ডিজাইন উইং এর জনবল চিত্র



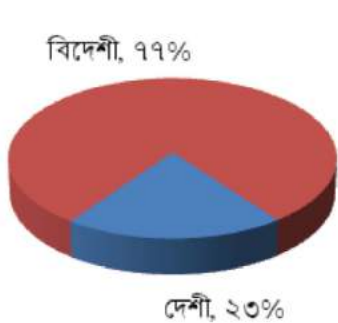
কর্মরত জনবল ও শূন্য পদ (প্রেষণ শূন্য ধরে)

মেধাসম্পদ সম্পর্কিত কার্যাবলীর পরিসংখ্যান

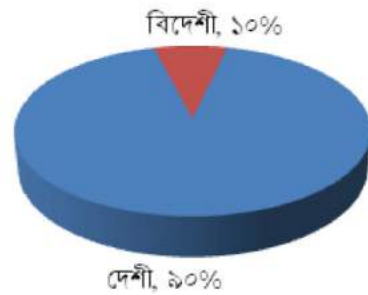
পেটেন্ট ও ডিজাইন নিবন্ধনের জন্য বিগত পাঁচ বছরের প্রাপ্ত দরখাস্তের ছক নিম্নরূপঃ

বছর	পেটেন্ট			ডিজাইন		
	দেশী	বিদেশী	মোট	দেশী	বিদেশী	মোট
২০১৩	৬০	২৪৩	৩০৩	১১০০	১৩২	১২৩২
২০১৪	৪৬	২৪৯	২৯৩	১২৪১	১৩৮	১৩৭৯
২০১৫	৪১	২৯৯	৩৪০	১২৮৪	৯২	১৩৭৬
২০১৬	৭৮	২৬৬	৩৪৪	১৩৫৭	৯৭	১৪৫৪
২০১৭	৬১	২৪১	৩০২	১৫৭৭	১৩০	১৭০৭

পেটেন্ট ও ডিজাইন নিবন্ধনের জন্য ২০১৭ সালে প্রাপ্ত দেশী - বিদেশী দরখাস্তের তুলনামূলক হার নিচে প্রদর্শিত হলোঃ



পেটেন্ট



ডিজাইন

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন রেজিস্ট্রার।
বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অধিদপ্তরটির ছয়টি উইং / ইউনিট রয়েছেঃ



প্রথম চারটি ইউনিট এর দায়িত্বে রয়েছেন একজন করে উপসচিব পদমর্যাদার ডেপুটি রেজিস্ট্রার এবং আইটি ইউনিটের দায়িত্বে রয়েছেন সিস্টেম এনালিস্ট। এছাড়া ২০০৯ সালে গঠিত ডিপিডিটির ভৌগোলিক নির্দেশক ইউনিট বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

পেটেন্ট ও ডিজাইন উইংঃ

পেটেন্ট ও ডিজাইন অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো অনুযায়ী পেটেন্ট ও ডিজাইন উইং এর জন্য ৩৯ টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। উক্ত পদের বিস্তারিত নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো।

পেটেন্ট ও ডিজাইন উইং এর জনবলঃ

পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত			শূন্যপদ (প্রেষণের পদ শূন্য ধরে)	মন্তব্য
		নিজস্ব	প্রেষণে	মোট		
ডেপুটি রেজিস্ট্রার	১	০	১	১	১	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য
সহকারী রেজিস্ট্রার	৪	৩	০	৩	১	
পরীক্ষক	১২	১১	০	১১	১	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য
উচ্চমান সহকারী	৫	৩	০	৩	২	
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৩	০	০	০	৩	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য
কম্পিউটার অপারেটর	৫	২	০	২	৩	
এম এল এস এস	১	১	০	১	০	
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৮	০	০	০	৮	
সর্বমোট	৩৯	২০	১	২১	১৯	

২০১৭ সালের পেটেন্ট ও ডিজাইন আবেদনের মাসওয়ারি পরিসংখ্যানঃ

মাঘ	পেটেন্ট			ডিজাইন		
	দেশী	বিদেশী	মোট	দেশী	বিদেশী	মোট
জানুয়ারী	৯	২৪	৩৩	১০৩	৬	১০৯
ফেব্রুয়ারী	৬	২৪	৩০	১২৭	১৪	১৪১
মার্চ	৫	২১	২৬	১৫৬	১০	১৬৬
এপ্রিল	৪	২০	২৪	১৯৪	৯	২০৩
মে	৫	৭	১২	১২৫	৯	১৩৪
জুন	২	২০	২২	৮১	৪	৮৫
জুলাই	৪	১৫	১৯	১০৩	৭	১১০
আগাস্ট	৮	১৬	২৪	১৯১	৫	১৯৬
সেপ্টেম্বর	৩	২১	২৪	১৩৪	৯	১৪৩
অক্টোবর	৮	২১	২৯	১৫৯	১০	১৬৯
নভেম্বর	২	২৪	২৬	১৩২	২	১৩৪
ডিসেম্বর	৫	২৮	৩৩	১০৫	১২	১১৭
মোট	৬১	২৪১	৩০২	১৫৭৭	১৩০	১৭০৭

২০১৭ সালের ডিজাইন আবেদনের শ্রেণিওয়ারি পরিসংখ্যানঃ

শ্রেণি	ডিজাইন		
	দেশী	বিদেশী	মোট
১	১০৭	১৬	১২৩
২	০	২	৩
৩	১১০৩	৫৪	১১৭৭
৪	৪৪	০	৪৮
৫	২৯৬	১১	৩০৭
৬	০	০	০
৭	০	১	১
৮	০	০	০
৯	৩	০	৩
১০	৩	০	৩
১১	১	৫	৬
১২	১৯	৪১	৬০
১৩	১	০	১
১৪	০	০	০
মোট	১৫৭৭	১৩০	১৭০৭

নিবন্ধন সনদ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যঃ

মেধাসম্পদ সম্পর্কিত পেটেন্ট দরখাস্তের দাপ্তরিক কার্যক্রম শেষে গেজেট প্রকাশের পর ধার্য সময়ের মধ্যে বিরোধিতার কোন মামলা না হলে অথবা বিরোধিতার মামলায় পেটেন্ট স্বত্ব প্রদানের কার্যক্রম বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে লেটার্স পেটেন্ট প্রদান করা হয়। আবেদনকারী নিবন্ধন ফি জমা করার পর লেটার্স পেটেন্ট প্রস্তুত করা হয়। বিরোধিতার মামলায় নিবন্ধনের লক্ষ্যে কোন শর্ত আরোপ করা হলে শর্ত পালন ও নিবন্ধন ফি পাওয়ার পর লেটার্স পেটেন্ট প্রদান করা হয় এবং ডিজাইন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে জার্নাল প্রকাশ ব্যতিরেকে রেজিস্ট্রারের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে সনদ প্রদান করা হয়। পেটেন্ট ও ডিজাইন সম্পর্কিত বিগত পাঁচ বছরে প্রদানকৃত নিবন্ধন সনদের ছক প্রদর্শিত হলোঃ

বছর	পেটেন্ট			ডিজাইন		
	দেশী	বিদেশী	মোট	দেশী	বিদেশী	মোট
২০১৩	১৬	১১৮	১৩৪	৮৪৩	১৪১	৯৮৪
২০১৪	২১	১০০	১২১	৬৭৭	১২৫	৮০২
২০১৫	১১	৯০	১০১	৬৮১	৯০	৭৭১
২০১৬	৭	৯৯	১০৬	৭২১	৮৩	৮০৪
২০১৭	০৭	১৩৭	১৪৪	৭০১	১২৮	৮২৯

উপসংহার

মেধাসম্পদ সম্পর্কিত সকল সম্পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালার সমন্বয়ে গঠিত শক্তিশালী আইনী অবকাঠামো। চিরন্তন জ্ঞান স্পৃহা থেকে নিত্য নিয়ত উৎসারিত হচ্ছে নতুন নতুন মেধা সম্পদ। সৃষ্টি হচ্ছে মেধা সম্পদের নতুন ক্ষেত্র। এসব বিবেচনায় এনে মেধা সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল আইন যুগোপযোগী করার উদ্যোগ চলমান আছে যা অব্যাহত রাখতে হবে। মেধা সম্পদ বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবী। নীতিমালার বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে কৌশল নির্ধারণের উদ্যোগ অত্যাবশ্যক।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে ফলিত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে জনকল্যাণে ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে গবেষকদের সঙ্গে ব্যবসায়ী মহলের যোগসূত্র সৃষ্টির উদ্যোগ আরো গতিশীল করা প্রয়োজন। বাজারে নব সৃজিত পণ্যের নকল প্রতিরোধে মেধাসম্পদ ব্যবস্থার কার্যকর প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে মেধা সম্পদ সংশ্লিষ্ট পৃথক পুলিশ ফোর্স গঠন করা যেতে পারে এবং মেধা সম্পদ সংশ্লিষ্ট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে মেধা সম্পদ আদালত (IP Court) গঠন করা যেতে পারে। মেধাসম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আইনী প্রয়োগের পাশাপাশি জন সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে সূচী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

Royal
WINNER
ISO 22000 : 2005 Certified Company

HIFS Agro Food Industries
Bangladesh

ISO 22000 certified
HACCP compliant

www.hifsb.com.bd



INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN BANGLADESH AND FUTURE TASK

Md. Obaidur Rahman¹

1. Introduction

Intellectual Property (IP) has become an integral part of the present knowledge-based economy of digital culture and digital creativity. Intellectual Property represents the property of your mind or intellect (Alan R. Peslak, 2007), such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce.

IP is protected by law, for example, patents, copyright and trademark, which enable people to earn recognition or financial benefit from what they invent or create. By striking the right balance between the interests of innovators and the wider public interest, the IP system aims to promote the growth of an environment in which creativity and innovation can flourish.

The enforcement of IPRs protects national trade and commercial innovation, and encourages technology transfer and overseas investment. Thus the enforcement of IPRs is a part of the developing country's overall economic development strategy.

Intellectual Property (IP) is a term referring to creations of the intellect for which a monopoly is assigned to designated owners by law. Hence, the stronger the IPRs system in a country, the better that country is able to promote technological dispersion through increasing the access to knowledge-intensive foreign technologies (S.R. Salami and M. Goodarzi). Some common types of Intellectual Property Rights (IPRS) are Copyright, Patent and Industrial Design Rights, the Rights that protect Trademarks, Trade dress, and in some jurisdiction Trade secrets: all these cover music, literature, and other artistic works; inventions and words, phrases, symbols and designs. Intellectual Property Rights are themselves a form of property, we can say intangible property. The IP law aims at safeguarding the creators and other producers of intellectual goods and services by granting them certain time-limited rights to control the use made of those productions (WIPO-2001).

System to govern Intellectual Property and promote social welfare through innovation and knowledge creation are not new. Notwithstanding their existence through the past decades and centuries, Intellectual Property was relatively absent from the public debate. Recent changes in International legal and trade structures altered this situation. The negotiations to

¹Deputy Registrar (Deputy Secretary), Department of patent, Design and Trademarks, Ministry of Industries, Dhaka, Bangladesh.



ratify the World Trade Organization's (WTO) Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) acted as a catalyst to bring discussions of Intellectual Property (IP) to the forefront of policy debates. Signed in 1994, TRIPS provides a minimum standard of protection for Intellectual Property and provides a dispute resolution system for entities to challenge breaches of these standards. Subsequently, new deals have formed through bilateral, regional and International Agreements to strengthen these minimum standards of protection.

In today's world Intellectual Property surrounds us in nearly everything we do. No matter what we do, we are surrounded by the fruits of human creativity and invention. Bangladesh is a signatory of different International Convention/Agreement on Intellectual Property. As such Bangladesh needs to make national IP policy and strategy as well as enact new laws and revised the existing laws which must be conformed with such Convention/Agreement.

1.2 Overview of Intellectual Property

IPRs are fundamental for encouraging investment in research with some form of protection; investors and inventors would not be able to benefit from their creative efforts. Owners of rights can prevent unauthorized use of their IP, stop copying, control distribution and retain, license or sell their Intellectual Property. The experts have differentiated this Intellectual Property into some categories which have been shortly discussed sequentially.

1.2.1 Patent

A patent is a monopoly of right to the exclusive use of an invention [Peter, G. J. (1997)]. It is a set of exclusive rights granted by a sovereign country to an inventor or assignee for a limited period of time in exchange for detailed public disclosure of an invention. An invention is a solution to a specific technological problem and is a product or a process.

The procedure for granting patent, requirements placed on the patentee and the extent of the exclusive rights vary widely between countries according to national laws and international agreements. Typically, however, a granted patent application must include one or more claims that define the invention. A patent may include many claims, each of which defines a specific property right. These claims must meet relevant patentability requirements, such as novelty, industrial usefulness and non-obviousness. The exclusive right granted to a patentee in most countries is the right to prevent others, or at least to try to prevent others, from commercially making, using, selling, importing or distributing a patented invention without permission.

Modern patent laws protect the inventor for a specific period of time (usually 20 years) during which, in general, it is illegal for anyone else to copy, use, distribute or sell the invention without the approval of the inventor. In return for this protection, inventors reveal in their patent applications the technical details of how their inventions work, so that other



people can learn from them. But still our patent law of 1911 grants Patent for 16 years which is nonconformity with the TRIPS agreement.

If people copy, distribute or sell a patented invention without the patentee's permission, they commit a **patent infringement**. The patentee can sue against the patent infringer in a law court. When the patent protection expires, the invention enters the **public domain** and anyone can commercialize it without asking the inventor for permission.

There is a trend towards global harmonization of patent laws, with the world Trade Organization (WTO) being particularly active in this area. The TRIPS Agreement has been largely successful in providing a forum for nations to agree on an aligned set of Patent laws. Conformity with the TRIPS Agreement is a requirement of admission to the WTO and so compliance is seen by many nations as important. This has also led to many developing countries, which may historically have developed different laws to aid their development, enforcing patents laws in line with global practice.

A key international convention relating to patents is the Paris Convention for the protection of Industrial Property, initially signed in 1883. The Paris Convention sets out a range of basic rules relating to patents, and although the convention does not have direct legal effects in all national jurisdictions, the principles of the convention are incorporated into all notable current patent systems. The most significant aspect of the convention is the provision of the right to claim priority; filing an application in any one member state of the Paris Convention preserves the right for one year to file in any other member state, and receive the benefit of the original filing date.

1.2.2 Industrial Design

An industrial design is that aspect of a useful article which is ornamental or aesthetic. It may consist of three dimensional features, such as the shape or surface of an article, or of two-dimensional features, such as patterns, lines or color.

By protecting an industrial design, the owner is ensured an exclusive right against its unauthorized copying or imitation by third parties. Since industrial designs are that aspect of an article which makes it aesthetically appealing and attractive, they do not merely constitute an artistic or creative element; they also serve to add to commercial value of a product and facilitate its marketing and commercialization.

In general, an industrial design must be registered in order to be protected under the industrial design law. As a general rule, to be registrable, the design must be "new" or, under some laws, "original". What constitutes "new" or "original" may differ from country to country. The same is true for the registration procedure itself, in particular, whether an examination as to form only or also as to substance, especially to determine novelty or originality, is carried out. The term of protection is typically five years, with the possibility of further periods of renewal, which may total, in many countries, up to a maximum of 15 to 25 years. Depending on the particular national law and the Kind of design, a design may also be protected as a work of



art under copyright law. In some countries, industrial design and copyright protection can be “cumulative”; that is, these two kinds of protection can exist concurrently. In other countries, they are mutually exclusive: once the owner chooses one kind of protection, he can no longer invoke the other. Under certain circumstances, an industrial design may also be protectable under unfair competition law.

Industrial design rights are usually enforced in a court, generally on the initiative of the owner of the rights, as provided for by applicable law. The remedies and penalties vary from country to country and could be civil, criminal and administrative. Industrial design makes a product attractive and appealing to customers. Design drives customer’s choice; the appearance of a product can be a key factor in the customer’s purchase decision. In other words, the success or failure of a product may rest, at least partially, on how it looks.

1.2.3 Trademarks

A Trademark is a distinctive sign or indicator of some kind which is used by an individual, business organization or other legal entity to uniquely identify the source of its products and/or services to consumers, and distinguish its products or services from those of other entities.

A Trademark is typically a name, word, phrase, logo, symbol, design, image or a combination of these elements. Also includes a device, Brand, heading, label, ticket, signature, shape of goods, numeral, figurative element, packaging etc. A trademark may be located on a package, a label, a voucher, or on the product itself.

Trademark identifies the owner in a precise product or service. The unauthorized usage of trademarks by producing and trading counterfeit consumer goods is known as brand piracy. The owner of a trademark may pursue legal action against trademark infringement. Most countries require formal registration of a trademark as precondition for pursuing this type of action.

The term trademark is also used informally to refer to any distinguishing attribute by which an individual is readily identified, such as the well-known characteristics of celebrities. When a trademark is used in relation to services rather than products, it may sometimes be called a service mark.

The important function of a trademark is to exclusively identify the commercial source or origin of products or services, so a trademark, properly called, indicates the source or services as a badge of origin. In other words, trademarks serve to identify a particular business as the source of goods or services. The use of a trademark in this way is known as trademark use. Certain exclusive rights attach to a registered mark.

Many countries protect unregistered well-known marks in accordance with their interna



tional obligations under the Paris Convention for the protection of Industrial Property and the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

1.2.4 Copyright

Copyright is a legal right created by the law of a country that grants the exclusive rights of the creator on an original work to its use and distribution, usually for a limited time. The exclusive rights are not absolute; they are limited by limitations and exceptions to copyright law, including fair use.

Copyright is an important form of Intellectual Property, applicable to any expressed representation of a creative work. Under Bangladesh copyright law, however, legal protection attaches only to fixed representations in a tangible medium. It is often shared among multiple authors, each of whom holds a set of rights to use or license the work, and who are commonly referred to as rights holders. These rights frequently include reproduction, control over derivative works, distribution, public performance and moral rights such as attribution.

Copyright may apply to a wide range of creative, intellectual, or artistic form, or works. Specifications vary by jurisdiction, but these can include poems, theses, plays and other literary works, motion pictures, choreography, Musical composition, sound recording, paintings, drawings, sculptures, photographs, computer software, radio and television broadcasts, and industrial designs. Once the term of a copyright has expired, the formerly copyrighted work enters the public domain and may be freely used or exploited by any one. The basic legal instrument governing copyright law in Bangladesh is the Copyright Act, 2000 (amended in 2005).

When copyright is infringed, the owner of the copyright is entitled to certain civil remedies (injunction, damages). Jurisdiction lies with the court of District Judge of the place where the person instituting the proceeding resides or carries on business.

1.2.5 Geographical Indications (GI)

A geographical Indication is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin. In order to function as a GI, a sign must identify a product as originated in a given place.

Article 22.1 of the TRIPS Agreement defines Geographical Indications as the indications which identify a goods as originating in the territory of a member or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the goods is essentially attributable to its geographical origin.

GI products are generally originated from agricultural, fisheries, handicrafts, etc, and are product by the rural community; hence the economic advantage gained through commer



cializing the GI rights goes to the poor. GI enumerates community engagement. The right of the GI goods or products is always granted to a group of producers. Exploiting GI requires quality control and marketing of the products, which help to increase the flow of income, improve producer's skill and enhance employment opportunities. GIs thus help to reduce poverty and stimulate regional economic growth. GI legislation is not only about enhancing the socio-economic benefit of our rural community or about reducing poverty, it is also important for revitalizing our centuries old culture.

1.2.6 About Department of Patent, Design and Trademarks

The Department of Patent, Design & Trademarks (DPDT) started its journey back in 2003 through the amalgamation of two separate office namely Patent & Design Office and Trademarks Office under the Ministry of Industries.

Vision:

World class service to protect Intellectual Property.

Mission:

Bringing Innovation progress by ensuring effective and time fitting service through the Intellectual Property protection and the promotion of awareness.

1.2.6.1 Functions of DPDT

- * To grant and renew of **Patents**
- * To register and renew of Industrial designs & **Trademarks**
- * To register the **G.I Goods** and the Authorized User thereof
- * To provide a legal framework for enforcement to check the unauthorized usage of trademarks and their infringement.
- * To publish patent documents and advertise particulars of accepted patents in Bangladesh Gazette Part-IV.
- * To publish Trademarks related information periodically in the Trademark Journal.
- * To dispose of the opposition and rectification cases related to Patent, Design and Trademarks.
- * To supply certified copies of Patent, Design and trademarks related documents.
- * To provide information regarding patent, design and trademarks to the interested persons.
- * To keep Patent, Design and Trademarks information open for public inspection.
- * To arrange national and regional seminars on intellectual property system to build public awareness, especially to draw attention of local scientists, technologists, teachers, researchers, manufacturers, industrialists etc.



1.2.7 Automation System at DPDT

Most of the activities starting from receiving application upto registration of IPRs have been performing under Intellectual Property Automation System (IPAS) since January, 2014. The project has been completed successfully with the Technical and Financial Assistance of WIPO.

Important Challenges / Issues

- * The challenges we are facing seriously is to retain skilled, qualified and experienced officers in the DPDT because of limited promotion scope and service facilities.
- * Another challenge is to switch over from traditional system to fully automated system. It is to note that Industrial Property Automation System (IPAS) has been partially introduced in the DPDT, but still many phases to go by.
- * Modernization of Patent, Industrial Design Acts and making rules.
- * Infrastructure development.
- * Shortage of manpower and other logistics.

2. Assessment of Current National IP System and Enforcing Laws in Bangladesh : General Introduction

2.1 National Laws on IP:

a) Patent: The Patent and Design Act, 1911- according to this act, the right provides 16 years of protections.

WIPO has expressed their opinion about the English draft of the new Patent Act, 2016. The law consultants of the IPR project verified the draft to see whether it fulfills the requirements of TRIPS and whether it is applicable in our country. In the Inter-Ministerial meeting, the Bengali and the English version will be finalized after taking the opinions from the Stakeholders.

b) Trademarks: The Trademarks Act, 2009- registration provides 7 years of protection. But after every 10 years, it can be renewed on payment the renewal fees. The ministry of law has enforced the new Trademarks rules, 2015.

c) Industrial Design: The Patent and Design Act, 1911- protection is provided for 5 years. The right can be renewed after every 5years for twice. A project is going on to modernize the Design Act. Now the law consultants employed by the Intellectual Property Rights Project are checking the draft Design Act, 2016 to see whether the new act will be favorable for our country and if the new act will be compliant with TRIPS.

d) Copyright: The copyrights Act, 2000 (amended in 2005)- Copyrights exists 60 years after the death of the copyright owner.

e) Geographical Indication: The Geographical Indications law has been enacted in 2013. The law provides registration for 7 years. But after every 10 years it can be renewed on payment the renewal fees.



f) Utility Model : The Law consultants of the IPR project are trying to formulate a draft Utility Model Act, 2017 according to the requirements of TRIPS and the interest of our country.

g) Trade Secret : The law consultants are working to formulate a draft for protection of Trade Secret or undisclosed Information Law.

h) IP Tribunal : The Registrar of the DPDT act as a Tribunal. Deputy Registrar or Assistant Registrars can be appointed by the Registrar in the tribunal. If an IP right is opposed in the tribunal, the Registrar, or Deputy Registrar or Assistant Registrar whoever acting as the Judge, will pronounce the judgment based on the hearing between both the parties. Any appeal against the decision of the Tribunal lies to the High Court having jurisdiction compliance with TRIPS and other International Agreements, Treaties and Protocols.

Bangladesh is currently party to the following Agreement, Treaties and Protocols:

1. World Intellectual Property Organization (WIPO) Convention- May 11, 1985.
2. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property- March 03, 1991.
3. Berne Convention for Protection of Literary and Artistic works- May 04, 1999.
4. Universal Copyright Convention- May 05, 1975.
5. Trade Related Aspect of Intellectual Property (TRIPS) Agreement- April 15, 1994.

Bangladesh is not a party to the Patent Cooperation Treaty (PCT) and Madrid Protocol and some other IP related agreements.

2.2 The current state of Intellectual Property Enforcement as per existing laws:

2.2.1 Trademarks- The Trademarks Act, 2009 gives the scope to protect the services under International Classes 35-45. The said Act has a clause (109) authorizing the customs officials to call for records and disclose the source of importing items prohibited under the customs Act, 1969, section 15(d)(e) & (f). Remedies are available under the following provisions:

The Trademarks Act, 2009

Chapter X: Offences, Penalties and Procedure

Sections 73-91 of the Trademark Act are the relevant provisions for criminal proceeding for trademark right violation in Bangladesh. If anybody commits the offences as described in items

(a) to (g) in section 73 shall be liable for the first offense to pay a penalty Tk. 2,00,000 with a sentence of two years and Tk. 3,00,000 and three years sentence for the second offense. The other sections are also open depending on the nature of violations.



Chapter IV: Prohibition and Restriction of Importation and Exportation.

Section 15 - Prohibitions. No goods specified in the following clauses shall be brought, whether by air or land or sea, into Bangladesh:

(d) Goods having applied thereto a counterfeit trademark within the meaning of Bangladesh penal code or a false trade description within the meaning of the Merchandise Marks Act.

Section 17- Detention and confiscation of goods imported in breach of section 15 or Section 16, where any goods are imported into or attempted to be exported out of Bangladesh in violation of the provisions of section 15-such goods shall, without prejudice to any other penalty to which the offender may be liable to seizure and confiscation.

2.2.3 Copyrights-Copyrights are protected for original Intellectual work of literature. Art, music, software, etc. under the Copyright Act-2000 (amended in 2005). Copyright exists up to 60 years after the death of copyright owner.

There are three kinds of remedies against infringement of copyright, namely:

a) Civil remedies- Civil suits provide a remedy for claiming compensation for infringement of copyright and loss of profits as well. The owner of the copyright can bring a civil action in which reliefs such as injunction, accounts and damages can be sought. A suit or other civil proceeding relating to infringement of copyright is to be filed in the court of District Judge, within whose jurisdiction the plaintiff resides or carries on business or where the cause of action arose irrespective of the place of residence or place of business of the defendant.

b) Criminal remedies- Criminal remedies provides for the imprisonment of the accused or imposing of fine or both, seizure of infringing copies etc. Criminal proceedings are available in order to punish the persons who have violated the copyright law. It is punishable with imprisonment for a period extending from six months to four years and a fine ranging from Tk. 50,000 to Tk.2,00,000. However, if the court is satisfied that infringement is committed without having an intention of profit or noncommercial purpose, the court may give lesser punishment, which may be imprisonment for less than six months and fine less than 50,000 taka.

c) Administrative remedies- Administrative remedies consist of moving to the Registrar of copyrights to ban the import of infringing copies into Bangladesh when the infringement is by way of such importation and the delivery of the confiscated infringing copies to the owner of the copyright.

2.2.4 Patents-Under the Patent and Design Act, 1911 the remedy is available in form of injunction, delivering up of infringed patented product, damages for an account of the profit. Besides, certain acts of infringement have been made punishable offenses to be judges by criminal courts.



2.2.5 Design-The Patent and Design Act, 1911 provides civil remedies for the infringement of the registered Design. Different government agencies are empowered to take effective action under different provisions of the law. The present functional agencies are – the DPDT, the Copyright office, Mobile court, Rapid Action Battalion (RAB) and local police. The agencies are working with different teams in different areas.

2.2.6 Border measure: Customs officers normally deal with the tax receiving part. If the tax of the goods are not illegal according to the law of Bangladesh and the tax is paid perfectly, the custom officers cannot seize the goods generally because they do not have adequate knowledge about Trademark or such things. They do not have much to do with the matter whether the goods real or pirated. If the goods is a tax paid legal goods in Bangladesh, then the custom officers actually cannot help much.

The authorities that deal with this problem do not get information about the pirated or counterfeit goods till the goods come into the market. When these goods come into market and somehow doubted to violate the IP laws, then police and other authorities become aware. It has to be informed to the police station. Then the police will investigate the case. If the allegation is proved, then the goods will be seized and a regular case will be filed.

In IP laws it has been said that any product or things sounds like infringement, looks like infringement, test or feel like infringement, then that product or things itself is an evidence of IP violation. Rules of the imposition of fines depend upon various cases as the law is strictly maintained.

2.2.7 Training of law enforcing officers (Judges, lawyers etc.)- There is no specific training program for the lawyers and Judges dealing with IP-related matters. They have to improve their skills by practicing. Various institutions that work on IP laws sometimes arrange short training program for them.

2.2.8 Educating the public/customer and creating awareness: Very few attempts are seen educating the public/customers and creating awareness of the dangers/impact of the pirated goods or counterfeit goods. Sometimes concert or other social programs are organized to make the public/consumers aware. Renowned cultural personalities take part in these actions. These types of programs are not organized in an adequate number. So, most of the times, these have little effects on the public. Although no particular statistics are available, counterfeit and pirated goods have a real negative effect on the economy because the country is deprived of the tax of those types of goods.

3. Difficulties of enforcement of Intellectual Property Rights in Bangladesh : Comparative Analysis

In light of discussion with the IP expert in different sectors in Bangladesh and after exploring secondary data regarding existing IP laws are found that the emergence of the 21st century and the speedy growth of innovative technologies and economic globalization makes the



laws incompatible with today's requirement and offers both the challenges and advantages. The challenges arising out of accession to the TRIPS Agreement compel us to bring different amendments in our existing IP laws (Abdul Awal Hawlader-2016). The common apprehension stands in the way of enforcement and implementation before Bangladesh can be described through the following points:

a) Most of the procedural IP laws in Bangladesh are quite premature in nature and very few in numbers which were enacted during the colonial period by the British Rulers and were hardly updated afterwards. Consequently these laws are not appropriate to protect the IPRs and to address much nuanced problems on IP in Bangladesh.

b) Bangladesh does not have strong infrastructure, manpower and adequate resources to ensure fruitful and effective enforcement of the IPRs. The technology in Bangladesh is negligible, that signifies a strong background in the strong IPRs enforcement.

c) Bangladesh lacks adequate legislations on utility model, layout designs of integrated circuits and plant variety protection which are three important sectors on IPRs.

d) The enforcement machineries do not appear to stand in a satisfactory level leaving the IPRs a poor protection.

e) The lengthy, complex and expensive adjudication procedure discourage the aggrieved people to come for effective remedy in Bangladesh.

f) The main challenge in the way of enforcement and implementation of the IPRs in Bangladesh is the lack of awareness among the people regarding the IPRs. For instance, the copyright stakeholders (e.g., writers, publishers, artists and authors), political representatives, civil servants, common people, law enforcing agency, lawyers, judges who are actively involved with the policy making and implementation are not aware of the idea of copyright and related rights. (Sahela Akter-2016)

g) There is also lack of powerful and efficient national body to coordinate the activities of the police, customs, and IP officials in Bangladesh.

It is widely accepted that the enforcement of IPRs is a multi dimensional concept. It is not possible to fully enforce the IPRs by the law enforcing agencies, customs officers, and IP courts. The policy-priority, appropriate legal and institutional framework, consistent and IP-friendly judicial activism is required to ensure effective IPRs enforcement in this country (Monirul Azam- 2008)

4. Recommendations and Conclusion

4.1 Recommendation

It is obvious from the discussion above that Intellectual Property regimes are generally complex arrangements that seek to satisfy interests of the concerned parties. After all, encour



agement of intellectual creation is one of the basic prerequisites of all social, economic and cultural development. This explains the various national laws and the general interest of nations especially developing ones, in harnessing as much as possible the economic rewards of the intellectual activism of their nationals (WIPO Handbook-2004).

In light of the above circumstances, following recommendations can be proposed:

- a) The separate legislations should be enacted by the Bangladesh Government to protect the modification of old patent formula under utility models, lay out design, Plant Varieties Protection (PVP), Trade-Secrets, preventing undue rivalry and integrating IP offices, and some amendments should also be brought to the existing laws to develop a harmonious system of IPRs protection in Bangladesh.
- b) A practical and permanent policy on IP should be introduced and the copyright offices should be fully computerized to provide better services within the shortest possible time. Efforts should also be made to introduce IT in the management of copyright administration in Bangladesh.
- c) Foster administrative cooperation and coordination amongst domestic enforcement authorities through seminars, workshops and conferences.
- d) The DPDT and copyright offices should work in close collaboration with the highest trade organizations to build a Public-Private Partnership (PPP) in this area. A Public-Private Partnership Council should be set up to increase awareness among the people about the enforcement and importance of IPRs.
- e) The government should take effective measures to increase the negotiating power of the DPDT. The DPDT and the Copyright office should be merged into a single institution and that can be renamed as "IP Office of Bangladesh". The organization should be headed by a Director General (DG) with a rank and status of an Additional Secretary of the Government and be placed under a single Ministry.
- f) The organizational skill of the concern administrative branches should be promoted both qualitatively and quantitatively so that they can act efficiently. Mechanisms must be developed to ensure speedy and cheap resolution of disputes and litigation on IPRs.
- g) The copyright law should provide the foundation for the protection of software as the absence of copyright protection of software is liable for poor flow of foreign clients and low rate of software export. Rules annexed to each particular Act on IP should be amended periodically to reflect the amendments that have been brought since the enactment of any Act.
- h) For the sake of fair justice, satisfactory and prompt resolution of IP disputes, it is essential that Bangladesh should immediately launch the IP and commercial law courts throughout Bangladesh, especially in consideration of the increased number of IP.



- i) Introducing Special IP police for helping IP authority against sales of trademark, patented and copyrighted materials on streets and in public places as well as banderol violations.
- j) Introduce legislative or technical administrative measures that will prevent the restitution of counterfeit goods seized within the scope of actions conducted under IP case matter.
- k) Enhance the deterrent effect of penalties under the IP laws by introducing higher maximum fines.
- l) Increase criminal penalties for intellectual property offenses.
- m) Bangladesh has thriving resources of IP deriving from the indigenous knowledge. It would be wise for the Government to recognize their skill, knowledge, practices, innovations, and rights and bring them under the protection of IP law regime.
- n) Promote the adoption of measures to create and strengthen public awareness of the importance of respecting IP and the detrimental effects of IPR infringements.
- o) Develop an overall communication strategy on enforcement-related activities including the use of new communication channels such as social networks and the design and development of an exclusive enforcement related website.
- p) Speed up the registration process by adopting new provision of existing IP laws and a printing press would be established under DPDT to avoid unnecessary time delay.
- q) Bangladesh Government should establish a National Task Force or Committee on IP comprising of the representatives from the IP experts, police, judicial department, business community, media, and customs officers whose primary obligation shall be to take care of innovations in the field of science, technology and IP issues, and to prevent the IPRs violations in Bangladesh.

It can also be observed that, while taking the aforesaid actions, the Bangladesh Government can take the legal and technical aids necessary from the WIPO and WTO. It would be better if Bangladesh can develop its own skills in the field of IP law and indigenous knowledge protection system as well. It is feasible to reduce the risk of IPRs infringements through regular supervision and investigation of the markets in different fields and parts of the country (Delwar Hossain. www.hg.org/article.)

4.2 Conclusion

The development and protection of Intellectual Property Rights largely depends on the effective enforcement mechanism. Strong enforcement mechanisms for the protection of Intellectual Property Rights foster an environment in which creative and innovative industries can thrive and contribute to economic development (Mansfield, 1994). Though the gov



ernment has updated the laws on the point, it is evident from the above discussion that the present legal framework as well as administrative set up is inadequate to provide expected protection of Intellectual Property for entrepreneurs who seek to protect their inventions, Trademark and other intangible business property. In any initiative for better protection and promotion of the rights of IP holders the significance of enhancing public awareness and skills of concerned officials of the authorized departments can hardly be exaggerated. An Rquitable, modernized and protected IP rights regime provides recognition and material benefits to the inventor, constitutes incentives to the inventors and innovative activities. In order to maximize exploitation of the Intellectual Property Rights, there is no alternative to amending legislation in this area. But the most important thing is the awareness of people in general that can only stop the rampant violation of Intellectual Property Rights. Thereby the government should not only formulate and reform the law on this context rather, should take all indispensable steps to make the people conscious. Every people should know that they have right for everything both inside and outside.

Economic theory demonstrates that IPR could play either a positive or negative role in fostering growth and development. IPRs could be effective and market based mechanism for overcoming problems that exist in the markets for information creation and dissemination. However, their existence could pose problems in terms of their potential for costs and anticompetitive abuse.

Accordingly, modern IPRs systems are not sufficient by themselves to encourage effective technology transition. Instead, they must form part of a coherent and broad set of complementary policies that maximize the potential for IPRs to raise dynamic competition. Such policies include strengthening human capital and skill acquisition, promoting flexibility in enterprise organization, ensuring a strong degree of competition on domestic markets and developing a transparent, non-discriminatory, and effective competition regime.

References

Abdul Awal Hawlader, "Enforcement of Copyright Law in Bangladesh", Chapter-2, 49-56, available at: www.accu.or.jp/. Accessed on: 10th March, 2016.

Alan R. Peslak, "Information Technology Intellectual Property Ethics: Issues and Analysis", Issues in Information Systems, Vol. VIII, No. 2, 2007: 207 - 213.

Delwar Hossain, "Enforcement of Intellectual Property Rights - Bangladesh", Cf.www.hg.org/article.asp?id=20278.

Mansfield Edwin (1985) "How Rapidly does Industrial Technology leak out?" Journal of Industrial economics.VoL-34 pp, 217-123.

Michael Blakeney, "Guidebook on Enforcement of Intellectual Property Rights", Queen Mary Intellectual Property Research Institute, University of London.

Monirul Azam and Abdul Hamid Chowdhury, "IP Enforcement Mechanisms to Combat Piracy: The Context of Software Piracy", Asian Journal of International Law, Vol. 3, Issue. 1-2, 2008: 117-118.

Peter, Grooves. J. (1997) P. 103

Sahela Akter, "Country Report - Recent Developments, Challenges and Responses for Capacity Building in the field of Copyright and Related Rights: Perspective Bangladesh". Cf. www.ipophil.gov.ph/. Retrieved on: 25th February, 2016.

S.R. Salami and M. Goodarzi, "The Role of Intellectual Property Rights (IPRs) in Technological Development, www.dime-eu.org/.

WIPO, "Basic Documents on Intellectual Property Rights", 2001, available at: www.wipo.org.

WIPO Intellectual Property Handbook, (2004)

www.dpdt.gov.bd



Smart Cleaning Products

ট্রিট টয়লেট্রিজ

এখন বাজারে...

TREAT

রেইন ড্রপ টয়লেট্রিজ

শুভাচ্যা, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

Best wishes to the
Department of Patents,
Designs and Trademarks



Ministry of Industries

On the occasion of

World Intellectual Property Day 2018



ট্রেডমার্ক ইউনিট এর প্রতিবেদন

মেধাস্বত্বের পরিভাষায় পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক শিল্প সম্পদ (Industrial Property) এর অন্তর্গত। শিল্প সম্পদ সুরক্ষায় পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১ এর ধারা-৫৫ ও ট্রেডমার্ক আইন, ১৯৪০ এর ধারা-৪ সংশোধন করে ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে অধিদপ্তরটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে যাত্রা শুরু করে।

সংশ্লিষ্ট আইন :

অধিদপ্তরের জন্মলগ্নে ট্রেডমার্ক সংশ্লিষ্ট কাজ করা হতো ট্রেডমার্ক আইন, ১৯৪০ ও ট্রেডমার্ক রুলস-১৯৬৩ এর আওতায়। World Trade Organization (WTO) Gi Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ট্রেডমার্ক সংশ্লিষ্ট একটি নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। এ লক্ষ্যে ২০০৮ খ্রিঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ট্রেডমার্ক অধ্যাদেশ-২০০৮ ঘোষণা করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ২০০৯ খ্রিঃ দায়িত্ব গ্রহণের পর অধ্যাদেশটি “ট্রেডমার্ক আইন-২০০৯” রূপে পাশ করা হয়। বর্তমান সরকার ২০১৪ খ্রিঃ দায়িত্বগ্রহণের পর “ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯” কে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫ পাশ করে।

নতুন আইনের বিশেষ বিধান :

নতুন আইনের আওতায় দেশে প্রথমবারের মত সার্ভিস মার্কস রেজিস্ট্রেশনের বিধান সৃষ্টি করা হয়। TRIPS চুক্তির অনুচ্ছেদ ১৬ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুপরিচিত (Well Known) ট্রেডমার্ক এর স্বার্থ সংরক্ষণের বিধান সৃষ্টি করা হয়েছে। প্যারিস কনভেনশনভুক্ত দেশের আবেদনের ক্ষেত্রে কনভেনশন অগ্রাধিকার দেয়ার বিধান সৃষ্টি করা হয়েছে। সমষ্টিগত মার্ক রেজিস্ট্রেশনের বিধান করা হয়েছে। তাছাড়া ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন কাজের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিবন্ধনে বিরোধিতা সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম ৩৩০ কার্য দিবসের মধ্যে সম্পাদনের বিধান সৃষ্টি করা হয়েছে। “ট্রেডমার্ক আবেদনে কোন ত্রুটি না থাকলে অথবা নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট কোন বিরোধিতা না থাকলে বা আপত্তি না থাকলে আবেদনকারী কর্তৃক নিবন্ধনের শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে” আবেদনপত্র দাখিলের ১৫০ কার্য দিবসের মধ্যে নিবন্ধন সনদ দেয়ার বিধান সৃষ্টি করা হয়েছে। এ আইনের ১২৫ ধারায় অধিদপ্তরের জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে ট্রেডমার্ক ইউনিটের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদানের বিধান সৃষ্টি করা হয়েছে।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো :

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে রয়েছেন একজন রেজিস্ট্রার। তিনি সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব। বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অধিদপ্তরটির ছয়টি ইউনিট রয়েছে :

- (ক) পেটেন্ট ও ডিজাইন উইং
- (খ) ট্রেডমার্ক ইউনিট
- (গ) ভৌগোলিক নির্দেশক উইং
- (ঘ) WTO ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী উইং
- (ঙ) অর্থ ও প্রশাসন উইং
- (চ) আইটি ইউনিট

প্রথম পাঁচটি ইউনিট এর দায়িত্বে রয়েছেন একজন করে ডেপুটি রেজিস্ট্রার এবং আইটি ইউনিটের দায়িত্বে রয়েছেন সিস্টেম এনালিস্ট।

ট্রেডমার্ক ইউনিট :

ট্রেডমার্ক আইন ২০০৯ এর ধারা ৩ (ক) অনুযায়ী এ অধিদপ্তরের ট্রেডমার্ক ইউনিটই ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি হিসাবে কাজ করে। আইনের ৩ (খ) ধারা অনুযায়ী অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রারই পদাধিকার বলে ট্রেডমার্ক ইউনিটের রেজিস্ট্রার।

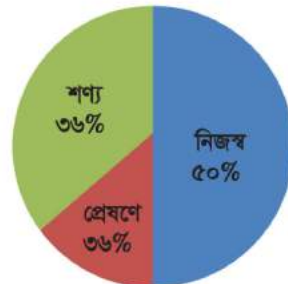
ট্রেডমার্ক ইউনিটের জনবল :

পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত			শূন্যপদ (শ্রেণণের পদ শূন্য ধরে)	মন্তব্য
		নিজস্ব	শ্রেণণে	মোট		
ডেপুটি রেজিস্ট্রার	১ জন	০	১ জন	১ জন	১ টি	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য
সহকারী রেজিস্ট্রার	৪ জন	০	০	০	৪ টি	
পরীক্ষক	১২ জন	৮ জন	৪ জন	১২ জন	৪ টি	সরাসরি ও পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য
সহকারী পরীক্ষক	৩ জন	০ জন	০ জন	০ জন	৩ টি	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য
উচ্চমান সহকারী	৭ জন	৪ জন	১ জন	৫ জন	৩ টি	
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক	৩ জন	১ জন	০	১ জন	২ টি	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য
পি.এ/ সাঁট লিপিকার	১ জন	০	০	০	১ টি	
নিম্নমান সহকারী	৫ জন	৪ জন	০	৪ জন	১ টি	
কম্পিউটার অপারেটর	৩ জন	৩ জন	০	৩ জন	০	
এম এল এস এস	৪ জন	১ জন	০	১ জন	৩ টি	
নৈশপ্রহরী	১ জন	১ জন	০	১ জন	০	
সর্বমোট	৪৪ জন	২২ জন	৬ জন	২৮ জন	২২ টি	-

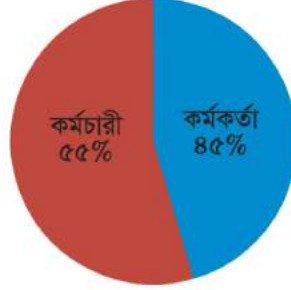
উপরের ছক থেকে দেখা যায় যে, ট্রেডমার্ক ইউনিটে বিবেচ্য সময়ে (২০১৭) ৪৪টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে মাত্র ২৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত ছিলেন। কর্মরত ২৮ জনের মধ্যে ৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী শ্রেণণে কর্মরত। অধিদপ্তরের নিজস্ব ২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী যার মধ্যে ১৪ জন কর্মচারী ও ৮ জন কর্মকর্তা। অনুমোদিত ৪৪ পদের মধ্যে ২০টি পদ কর্মকর্তাদের এবং ২৪টি পদ কর্মচারীদের। কর্মকর্তাদের ৫টি পদে শ্রেণণে নিয়োজিত কর্মকর্তারা কাজ করছেন। ট্রেডমার্ক ইউনিটে নিজস্ব কর্মকর্তা মাত্র ৮ জন। এ ৮ জনের মধ্যে ৮ জনই পরীক্ষক। সরকারী কর্মকমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ২০১০ থেকে ২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ১০ জন পরীক্ষক নিয়োগ প্রাপ্ত হন যার মধ্য থেকে দুইজন এ চাকুরী ছেড়ে জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগদান করেছেন। কর্মচারীদের ২৪টি পদের বিপরীতে ১৬ জন কর্মচারী কর্মরত যার মধ্যে নিজস্ব কর্মচারী ১৫ জন।

নিজস্ব, শ্রেণণে কর্মরত কর্মচারী-কর্মকর্তা ও শূন্য পদের তুলনামূলক চিত্র নিচের পাই চিত্রে দেখানো হ'লঃ

নিজস্ব, শ্রেণণে কর্মরত কর্মচারী-কর্মকর্তা ও শূন্য পদের তুলনামূলক চিত্র



শ্রেণিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারী দ্বারা পূরণ হওয়ার কথা। শ্রেণিতে কর্মরত ৬টি পদ শূন্য ধরলে শূন্য পদের সংখ্যা দাঁড়ায় (৬+১৬)=২২টি যা অনুমোদিত ৪৪টি পদের ৫০%; নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারী ২২ জন যা অনুমোদিত পদের ৫০% মাত্র। মোট ৪৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুমোদিত পদের মধ্যে ২৪ জন কর্মচারী ও ২০ জন কর্মকর্তা। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুমোদিত পদের তুলনামূলক চিত্র নিচের পাই চার্টে দেখানো হ'লঃ



জনবলের স্বল্পতা ও দক্ষ জনবলের অভাব :

ট্রেডমার্ক ইউনিটের কাজ অন্যান্য সংস্থা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। বিশেষায়িত এ কাজ করার জন্য এ সংস্থার নিজস্ব কর্মকর্তার অভাব রয়েছে। বর্তমানে সংস্থার নিজস্ব ৮ জন পরীক্ষক রয়েছে। নিজস্ব কর্মচারী রয়েছে মাত্র ১৪ জন। নিজস্ব কর্মকর্তা না থাকায় দক্ষ জনবল গড়ে তোলা দুরূহ হয়ে পড়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। নিজস্ব ও শ্রেণিতে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের WIPO এর সহযোগিতায় স্বল্পমেয়াদে (১/২ সপ্তাহ) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে কাজ চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এসব কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে তাদের দীর্ঘ সময় এ সংস্থায় কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সংস্থার নিয়োগ বিধি না থাকায় দীর্ঘ দিন লোক নিয়োগ সম্ভব হয়নি। সে কারণে জনবলের শূন্যতা দেখা দেয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০৯ খ্রিঃ এর ২৭ মে নিয়োগ বিধি অনুমোদিত হয়েছে।

সমাধানের পরিকল্পনাঃ

বর্তমান সরকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে দায়িত্ব গ্রহণের পর শূন্য পদ পূরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ নির্দেশ অনুসরণ করে নতুন নিয়োগ বিধি অনুযায়ী সরাসরি নিয়োগযোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সকল শূন্য পদ পূরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পরীক্ষকের পদসমূহ প্রথম শ্রেণির ঘোষিত কর্মকর্তার পদ। নিয়োগ বিধি অনুযায়ী পরীক্ষকের ১২টি পদের মধ্যে ২টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ১০টি পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য। সরাসরি পূরণযোগ্য পরীক্ষকের শূন্যপদসমূহ পূরণের জন্য সরকারী কর্মকমিশনকে প্রথমে ১৭/০৮/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে এবং পরে ০২/০৯/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অনুরোধ করা হয়। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ২০১০ খ্রিঃ দু'জন এবং ২০১২ খ্রিঃ একজন মোট তিনজন পরীক্ষককে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়। বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদ পূরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী কর্ম-কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ২০১১ খ্রিঃ দু'জন, ২০১২ খ্রিঃ দু'জন ও ২০১৪ খ্রিঃ তিন জন মোট সাতজন পরীক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ অধিদপ্তর কর্তৃক পূরণযোগ্য পদসমূহ পূরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অধিদপ্তরের কর্মচারীদের শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে সাঁট লিপিকারের ১(এক)টি, সাঁট মুদ্রাক্ষরিকের ৩(তিন)টি, নিম্নমান সহকারী-কাম মুদ্রাক্ষরিকের ৭(সাত) টি এবং কম্পিউটার অপারেটরের ৭(সাত) টি শূন্য পদে বিগত ০১/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে তিনজন কম্পিউটার অপারেটর, পাঁচজন নিম্নমান সহকারী ও একজন সাঁট মুদ্রাক্ষরিককে ট্রেডমার্ক ইউনিটে ন্যস্ত করা হয়। পর্যায়ক্রমে অপর সকল পদও পদোন্নতি এবং সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। নব নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইন-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। নিয়োগ বিধি ২০০৯ অনুযায়ী সহকারী রেজিস্ট্রার ও ডেপুটি রেজিস্ট্রারের পদসমূহ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। পদোন্নতিযোগ্য কর্মকর্তা না থাকলে তা শ্রেণিতে পূরণযোগ্য। ন্যূনতম সাত বছরের পরীক্ষকের অভিজ্ঞতা না থাকলে সহকারী রেজিস্ট্রারের পদে কোনো পরীক্ষক পদোন্নতি পাবেন না। পরীক্ষকদের WIPO এর সহযোগিতায় বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চলমান আছে। পর্যায়ক্রমে তাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। এভাবে জনবলের স্বল্পতা ও দক্ষ জনবলের অভাব পূরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ট্রেডমার্ক আবেদন :

২০১৭ খ্রিঃ ঢাকা প্রধান অফিস ও চট্টগ্রাম শাখা অফিসে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের আবেদন প্রাপ্তির মাস ওয়ারী পরিসংখ্যান নিচের ছকে দেখানো হ'লঃ

আবেদনের মাস ওয়ারী পরিসংখ্যান

মাসের নাম	প্রধান কার্যালয় (ঢাকা)			শাখা অফিস (চট্টগ্রাম)			সর্বমোট
	দেশী	বিদেশী	মোট	দেশী	বিদেশী	মোট	
ক	খ	গ	ঘ=খ+গ	ঙ	চ	ছ=ঙ+চ	জ=ঘ+ছ
জানুয়ারি	৮৩৭	২৭১	১১০৮	৩৯	১১	৫০	১১৫৮
ফেব্রুয়ারি	৭০৯	২৮১	৯৯০	২৬	৫	৩১	১০২১
মার্চ	৯০৬	২৬৩	১১৬৯	৩৮	২৬	৬৪	১২৩৩
এপ্রিল	৭৪৪	৩৮৮	১১৩২	৩৭	৬	৪৩	১১৭৫
মে	৭৬৭	৩১৭	১০৮৪	৩৩	২	৩৫	১১১৯
জুন	৩২৮	২৬১	৫৮৯	১২	২৩	৩৫	৬২৪
জুলাই	৮২৪	৩৮২	১২০৬	৩৭	৫৪	৯১	১২৯৭
আগস্ট	৭৩০	৩০০	১০৩০	১৮	৮	২৬	১০৫৬
সেপ্টেম্বর	৫৬৮	৩০৬	৮৭৪	২৭	২	২৯	৯০৩
অক্টোবর	৯৫৩	২৭৮	১২৩১	৩৬	১২	৪৮	১২৭৯
নভেম্বর	৯৫৩	২৯১	১২৪৪	৩৭	১২	৪৯	১২৯৩
ডিসেম্বর	৫৬৪	৩৪২	৯০৬	২৪	২	২৬	৯৩২
মোট	৮৮৮৩	৩৬৮০	১২৫৬৩	৩৬৪	১৬৩	৫২৭	১৩০৯০

বিবেচ্য সময়ে ঢাকা রেজিস্ট্রিতে (খ+গ) ১২৫৬৩টি এবং চট্টগ্রামস্থ শাখা রেজিস্ট্রিতে (ঙ+চ) ৫২৭টি সহ মোট ১৩০৯০টি ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের আবেদন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে দেশী আবেদন (খ+ঙ) ৯২৪৭টি এবং বিদেশী আবেদন (গ+চ) ৩৮৪৩টি।

পণ্য ও সেবার শ্রেণির আবেদন প্রাপ্তি :

ট্রেডমার্ক আইন-২০০৯ অনুযায়ী পণ্য ও সেবার শ্রেণি বিভাজনের জন্য NICE Classification অনুসরণ করা হয়। প্রতীক রেজিস্ট্রেশনের জন্য এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পণ্য ও সেবার শ্রেণি বিভাজন। এখানে সকল পণ্যকে ৩৪টি (১-৩৪) শ্রেণিতে এবং সকল সেবাকে ১১টি (৩৫-৪৫) শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

শ্রেণিওয়ারী আবেদন প্রাপ্তির পরিসংখ্যান (২০১৭ খ্রিঃ)

ট্রেডমার্কস আবেদন (শ্রেণিঃ ১-৩৪)					
শ্রেণি	প্রধান কার্যালয় (ঢাকা)		শাখা অফিস (চট্টগ্রাম)		মোট
	দেশী	বিদেশী	দেশী	বিদেশী	
০১	১২০	১২২	২৩	৩৯	৩০৪
০২	১১৫	৪২	০১	২	১৬০
০৩	৮০২	১৬১	৩১	৭	১০০১
০৪	১০৭	৭১	৫	১	১৮৪
০৫	১১৬৫	২২০	১০	৫৩	১৪৪৮
০৬	১২০	৬৩	১৬	১	২০০
০৭	১৩০	১৩১	৭	৪	২৭২
০৮	৩৩	৩৫	৪	১	৭৩
০৯	৪৮৯	৩৭৩	২০	৭	৮৮৯

ট্রেডমার্কস আবেদন (শ্রেণিঃ ১-৩৪)					
শ্রেণি	প্রধান কার্যালয় (ঢাকা)		শাখা অফিস (চট্টগ্রাম)		মোট
	দেশী	বিদেশী	দেশী	বিদেশী	
১০	৬২	৭০	৩	০	১৩৫
১১	৪১১	৯৪	১৬	৪	৫২৫
১২	১৪৪	১৭০	১০	৬	৩৩০
১৩	১২	৮	০	০	২০
১৪	৩৩	৫৩	০	০	৮৬
১৫	১৪	৪	০	০	১৮
১৬	২১১	১১৭	১১	৩	৩৪২
১৭	৪১	২৭	১	৪	৭৩
১৮	৫৪	৮৬	৩	০	১৪৩
১৯	৬৫	৩৩	৩	১	১০২
২০	৪৩	৩৩	৩	০	৭৯
২১	৬৫	৬২	৩	০	১৩০
২২	২৫	১৯	০	০	৪৪
২৩	১৪	১২	০	০	২৬
২৪	৯২	৪৫	৭	১	১৪৫
২৫	২৬০	২৫০	১৮	৭	৫৩৫
২৬	২০	২৭	১	০	৪৮
২৭	১৫	১২	০	০	২৭
২৮	৪১	৬০	১	২	১০৪
২৯	৬৫৮	৭৮	৩৭	২	৭৭৫
৩০	১৪১৬	১৩৩	৯১	১	১৬৪১
৩১	১৭৬	৪০	৩	২	২২১
৩২	৩৭৮	৫৭	১৬	২	৪৫৩
৩৩	১৮	৬	০	০	২৪
৩৪	২৩১	৭৮	৪	০	৩১৩

সেবা মার্কস আবেদন (শ্রেণিঃ ৩৫-৪৫)

শ্রেণি	প্রধান কার্যালয় (ঢাকা)		শাখা অফিস (চট্টগ্রাম)		মোট
	দেশী	বিদেশী	দেশী	বিদেশী	
৩৫	৫৮৪	২০২	৩	৬	৭৯৫
৩৬	৮২	৯২	০	১	১৭৫
৩৭	৪৫	৭৫	১	০	১২১
৩৮	৬০	৭৬	১	০	১৩৭
৩৯	৭০	৬৬	৪	১	১৪১
৪০	৩২	১৭	১	১	৫১
৪১	১৩৫	১৩৩	৪	১	২৭৩
৪২	৬৩	১১২	০	২	১৭৭
৪৩	১১০	৬৬	২	০	১৭৮
৪৪	৬৩	৩০	০	১	৯৪
৪৫	৫৯	১৯	০	০	৭৮
মোট=	৮৮৮৩	৩৬৮০	৩৬৪	১৬৩	১৩০৯০

পণ্যের জন্য ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের আবেদন পাওয়া যায় মোট ১০৮৭০টি, এর মধ্যে দেশী আবেদন ৭৯২৮টি এবং বিদেশী আবেদন ২৯৪২টি। সার্ভিস মার্ক রেজিস্ট্রেশনের জন্য ২০১৭ খ্রিঃ সর্বমোট ২২২০টি আবেদন পাওয়া যায়। এর মধ্যে দেশী আবেদন ১৩১৯টি এবং বিদেশী আবেদন ৯০১টি।

পণ্যের ক্ষেত্রে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে প্রথম পাঁচটি শ্রেণির তথ্য নিচের ছকে দেখানো হ'লঃ

শ্রেণি	দেশী	বিদেশী	মোট আবেদন	পণ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
৩০	১৫০৭	১৩৪	১৬৪১	উদ্ভিদজাত খাদ্য দ্রব্য, চা, কফি, চিনি, আটা, ময়দা, চাউল, রুটি, বিস্কুট, কনফেকশনারী আইটেম, মশলা ইত্যাদি।
০৫	১১৭৫	২৭৩	১৪৪৮	মানুষ ও পশু চিকিৎসার ঔষধ, শিশু খাদ্য, ছত্রাক নাশক ডিসইনফেকটেন্টস ইত্যাদি।
০৩	৮৩৩	১৬৮	১০০১	কাপড় কাচা ও গায়ে মাখা সাবান, প্রসাধনী, পারফিউম, চুলের লোশন ইত্যাদি।
০৯	৫০৯	৩৮০	৮৮৯	বৈজ্ঞানিক, সার্ভেইয়িং, সিনেমাটোগ্রাফিক, সিগনাল প্রেরণ, জীবন বাঁচান ও শিক্ষার উপকরণ; রেকর্ডিং, ট্রান্সমিশন, শব্দ ও ছবি উৎপাদনকারী যন্ত্র; ম্যাগনেটিক ডাটা কেরিয়ার,
শ্রেণি	দেশী	বিদেশী	মোট আবেদন	পণ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
২৯	৬৯৫	৮০	৭৭৫	মাছ, মাংস, মুরগী, দুধ, ডিম, জ্যাম, জেলী, সস, প্রিজার্ব করা ফল ও সবজি, ভোজ্য তেল ইত্যাদি।

উপরের ছক থেকে দেখা যায় যে, ৩০ শ্রেণিতে সর্বাধিক ১৬৪১টি আবেদন পাওয়া গেছে, এর মধ্যে ১৫০৭টি দেশী ও ১৩৪টি বিদেশী। ৩০ শ্রেণির পণ্যের মধ্যে উদ্ভিদজাত বিভিন্ন রকম খাদ্য সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আবেদন পাওয়া গেছে মানুষ ও পশু চিকিৎসার ঔষধ, শিশু খাদ্য, ছত্রাক নাশক ডিসইনফেকটেন্টস এর জন্য যা শ্রেণি-০৫ এর অন্তর্গত। তৃতীয় সর্বোচ্চ আবেদন পাওয়া গেছে কাপড় কাচা ও গায়ে মাখা সাবান, প্রসাধনী, পারফিউম, চুলের লোশন এর জন্য যা শ্রেণি-০৩ এর অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে সার্ভিস মার্কের প্রথম পাঁচটি শ্রেণির তথ্য নিচের ছকে দেখানো হ'লঃ

শ্রেণি	দেশী	বিদেশী	মোট আবেদন	পণ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
৩৫	৫৮৭	২০৮	৭৯৫	বিজ্ঞাপন, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা প্রশাসন ও দাপ্তরিক কাজে সংশ্লিষ্ট সেবা
৪১	১৩৯	১৩৪	২৭৩	শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিনোদন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক সেবা
৪৩	১১২	৬৬	১৭৮	আপ্যায়ন ও অস্থায়ী আবাসন সংশ্লিষ্ট সেবা
৪২	৬৩	১১৪	১৭৭	বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সেবা ও গবেষণা এবং সংশ্লিষ্ট ডিজাইন; শিল্প বিশেষণ ও গবেষণা সেবা; কম্পিউটার সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ডিজাইন ও উন্নয়ন
৩৬	৮২	৯৩	১৭৫	বীমা, আর্থিক বিষয়, রিয়েল এস্টেট ইত্যাদি

সেবাখাতগুলোর মধ্যে ৩৫ শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ৭৯৫টি আবেদন পড়েছে। Advertising; business management; business administration; office functions এর সেবাসমূহ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আবেদন পাওয়া গেছে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিনোদন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক সেবার জন্য যা শ্রেণি-৪১ এর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় সর্বোচ্চ আবেদন পাওয়া গেছে আপ্যায়ন ও অস্থায়ী আবাসন সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য যা শ্রেণি-৪৩ এর অন্তর্গত।

২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ খ্রিঃ সেবার জন্য প্রতীক নিবন্ধনের আবেদনের তুলনাঃ

সাল	ট্রেডমার্ক আবেদনের সংখ্যা				মোট	মন্তব্য
	প্রধান কার্যালয় (ঢাকা)		শাখা অফিস (চট্টগ্রাম)			
	দেশী	বিদেশী	দেশী	বিদেশী		
২০১৩	৬৪১৬	২৭১২	৫৮৯	১৫৯	৯৮৭৬	দেখা যায় চলতি বছরে বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক আবেদন দাখিল করা হয়েছে।
২০১৪	৬৩৮৯	২৬৬৭	৫৮১	১৪৩	৯৭৮০	
২০১৫	৭৬১৮	২৪৯৯	৫০১	১১২	১০৭৩০	
২০১৬	৭১৩২	২৮৭৫	৩৪৮	১১৪	১০৪৬৯	
২০১৭	৭৫৮০	২৭৯২	৩৪৮	১৫০	১০৮৭০	

উপরের ছক থেকে দেখা যায় বিবেচ্য সময়ে গত বছরের তুলনায় ৪০১টি আবেদন বেশী দাখিল করা হয়েছে।

২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ খ্রিঃ পণ্যের জন্য প্রতীক নিবন্ধনের আবেদনের তুলনা :

সাল	ট্রেডমার্ক আবেদনের সংখ্যা				মোট	মন্তব্য
	প্রধান কার্যালয় (ঢাকা)		শাখা অফিস (চট্টগ্রাম)			
	দেশী	বিদেশী	দেশী	বিদেশী		
২০১৩	৯৮১	৬৯৬	১৫	১৩	১৭০৫	দেখা যায় চলতি বছরে বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক আবেদন দাখিল করা হয়েছে।
২০১৪	৯২৬	৭৭৬	৩৪	২৫	১৭৬১	
২০১৫	১১৬৩	৮৬৪	৪০	১২	২০৭৯	
২০১৬	১০৭৫	৮২৪	১৫	২২	১৯৩৬	
২০১৭	১৩০৩	৮৮৮	১৬	১৩	২২২০	

উপরের ছক থেকে দেখা যায় বিবেচ্য সময়ে গত বছরের তুলনায় ২৮৪টি আবেদন বেশী দাখিল করা হয়েছে।

২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ খ্রিঃ ট্রেডমার্ক (পণ্য ও সেবা) রেজিস্ট্রেশনের আবেদনের তুলনা :

সাল	ট্রেডমার্ক আবেদনের সংখ্যা				মোট
	প্রধান কার্যালয় (ঢাকা)		শাখা অফিস (চট্টগ্রাম)		
	দেশী	বিদেশী	দেশী	বিদেশী	
২০১৩	৭৩৯৭	৩৪০৮	৬০৪	১৭২	১১৫৮১
২০১৪	৭৩১৫	৩৪৪৩	৬১৫	১৬৮	১১৫৪১
২০১৫	৮৭৮১	৩৩৬৩	৫৪১	১২৪	১২৮০৯
২০১৬	৮২০৭	৩৬৯৯	৩৬৩	১৩৬	১২৪০৫
২০১৭	৮৮৮৩	৩৬৮০	৩৬৪	১৬৩	১৩০৯০

গত বছরের তুলনায় বিবেচ্য বছরে ৬৮৫টি আবেদন বেশী পাওয়া গেছে।

আবেদন প্রাপ্তির পরিসংখ্যান (১৯৭১-২০১৭ খ্রিঃ)

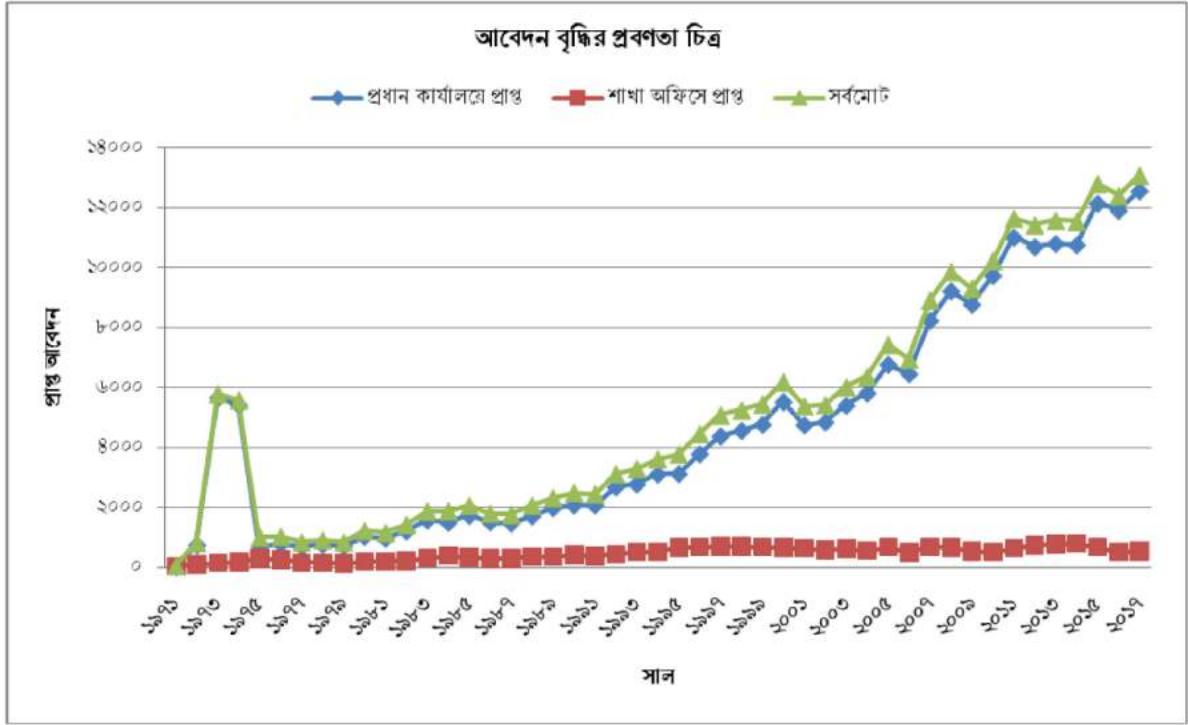
স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন আবেদনের পরিসংখ্যান নিচের টেবিলে দেয়া হ'লঃ

সাল	প্রধান কার্যালয়ে প্রাপ্ত	শাখা অফিসে প্রাপ্ত	সর্বমোট
১৯৭১	০	২৮	২৮
১৯৭২	৭৩৪	৭০	৮০৪
১৯৭৩	৫৬৫২	১৩০	৫৭৮২
১৯৭৪	৫৪০৯	১৬২	৫৫৭১
১৯৭৫	৬৯৪	২৮৭	৯৮১
১৯৭৬	৭৮৪	২৩৩	১০১৭
১৯৭৭	৬৭৯	১৪০	৮১৯
১৯৭৮	৭৪৯	১৪১	৮৯০
১৯৭৯	৬৯৬	১২২	৮১৮
১৯৮০	১০১৯	১৭৪	১১৯৩
১৯৮১	৯৫৩	১৮৮	১১৪১
১৯৮২	১১৯৭	২০৯	১৪০৬
১৯৮৩	১৫৬৪	২৯৪	১৮৫৮
১৯৮৪	১৪৮৬	৩৭৭	১৮৬৩
১৯৮৫	১৭১৯	৩২৬	২০৪৫
১৯৮৬	১৫০১	২৮৩	১৭৮৪
১৯৮৭	১৪৬৪	২৮৫	১৭৪৯
১৯৮৮	১৭০৪	৩৪৫	২০৪৯
১৯৮৯	১৯৭৩	৩৩৬	২৩০৯
১৯৯০	২০৬৯	৪০৫	২৪৭৪
১৯৯১	২০৬৭	৩৬৭	২৪৩৪
১৯৯২	২৬৭০	৪৩২	৩১০২
১৯৯৩	২৭৬৮	৫০৬	৩২৭৪
১৯৯৪	৩০৯৪	৫১১	৩৬০৫
১৯৯৫	৩১১১	৬৫৫	৩৭৬৬
১৯৯৬	৩৭৭৬	৬৬৮	৪৪৪৪
১৯৯৭	৪৩৭৩	৬৯৩	৫০৬৬
১৯৯৮	৪৫৫৫	৬৮৮	৫২৪৩



১৯৯৯	৪৭৬০	৬৭৫	৫৪৩৫
২০০০	৫৫১৯	৬৫১	৬১৭০
২০০১	৪৭৪৪	৬২৫	৫৩৬৯
২০০২	৪৮৪০	৫৭১	৫৪১১
২০০৩	৫৩৯৫	৬০৯	৬০০৪
২০০৪	৫৮০৭	৫৫০	৬৩৫৭
২০০৫	৬৭৬৪	৬৬১	৭৪২৫
২০০৬	৬৪৫১	৪৮৯	৬৯৪০
২০০৭	৮২৩২	৬৮১	৮৯১৩
২০০৮	৯২২১	৬৪১	৯৮৬২
২০০৯	৮৭৭১	৫৩৫	৯৩০৬
২০১০	৯৭৩৪	৪৯৭	১০২৩১
২০১১	১১০১২	৬৩৩	১১৬৪৫
২০১২	১০৬৯৬	৭৩৩	১১৪২৯
২০১৩	১০৮০৫	৭৭৬	১১৫৮১
২০১৪	১০৭৫৮	৭৮৩	১১৫৪১
২০১৫	১২১৪৪	৬৬৫	১২৮০৯
২০১৬	১১৯০৬	৪৯৯	১২৪০৫
২০১৭	১২৫৬৩	৫২৭	১৩০৯০
মোট =	২১৮৫৮২	২০৮৫৬	২৩৯৪৩৮

প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ সৃষ্টির পর হতে এ বছর সর্বোচ্চ সংখ্যক আবেদন পাওয়া গেছে।



১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এ যাবত প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন আবেদনের বছর ওয়ারী চিত্র উপরের গ্রাফে দেখানো হয়েছে। দেখা যায় আবেদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে।

দেশী-বিদেশী আবেদনের তুলনা :

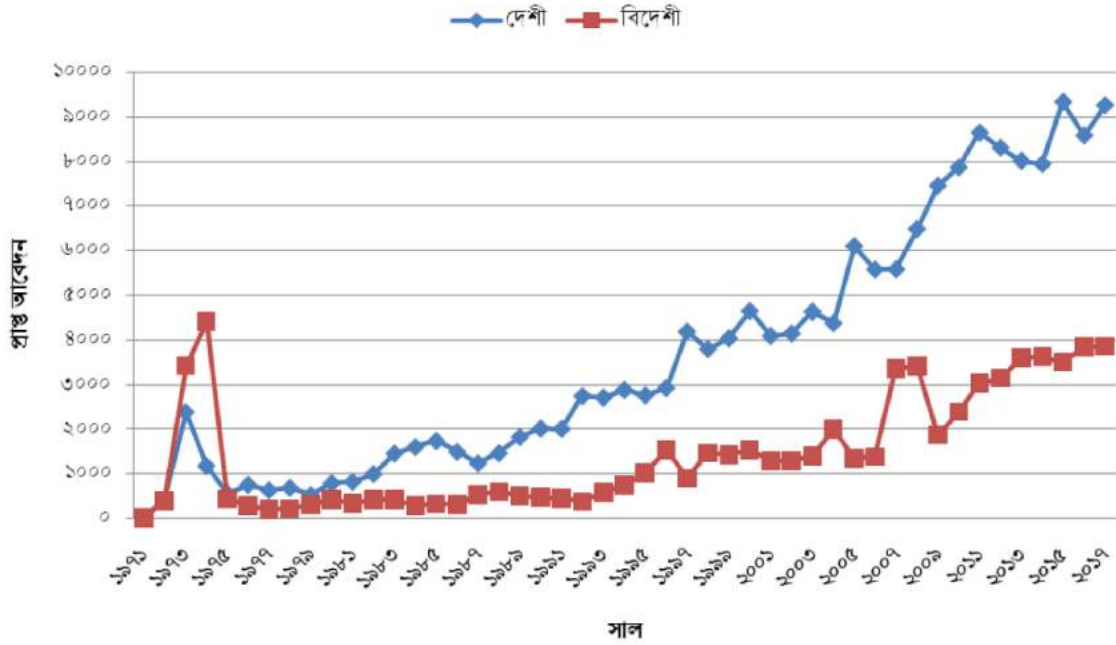
স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ প্রাপ্ত দেশী-বিদেশী রেজিস্ট্রেশন আবেদনের বছর ওয়ারী পরিসংখ্যান নিচের টেবিলে দেখানো হ'ল :

সাল	দেশী	বিদেশী	মোট
১৯৭১	২৮	০	২৮
১৯৭২	৪১৫	৩৮৯	৮০৪
১৯৭৩	২৩৭৫	৩৪০৭	৫৭৮২
১৯৭৪	১১৬৯	৪৪০২	৫৫৭১
১৯৭৫	৫৫৩	৪২৮	৯৮১
১৯৭৬	৭৪৬	২৭১	১০১৭
১৯৭৭	৬২৪	১৯৫	৮১৯
১৯৭৮	৬৭৯	২১১	৮৯০
১৯৭৯	৫১৩	৩০৫	৮১৮
১৯৮০	৭৮১	৪১২	১১৯৩
১৯৮১	৮১৫	৩২৬	১১৪১
১৯৮২	৯৮৯	৪১৭	১৪০৬

১৯৮৩	১৪৪৮	৪১০	১৮৫৮
১৯৮৪	১৫৯১	২৭২	১৮৬৩
১৯৮৫	১৭২৮	৩১৭	২০৪৫
১৯৮৬	১৪৮৫	২৯৯	১৭৮৪
১৯৮৭	১২২৮	৫২১	১৭৪৯
১৯৮৮	১৪৫৬	৫৯৩	২০৪৯
১৯৮৯	১৮১৭	৪৯২	২৩০৯
১৯৯০	২০০৮	৪৬৬	২৪৭৪
১৯৯১	১৯৯৮	৪৩৬	২৪৩৪
১৯৯২	২৭৩৪	৩৬৮	৩১০২
১৯৯৩	২৬৯৭	৫৭৭	৩২৭৪
১৯৯৪	২৮৭০	৭৩৫	৩৬০৫
১৯৯৫	২৭৫১	১০১৫	৩৭৬৬
১৯৯৬	২৯১৫	১৫২৯	৪৪৪৪
১৯৯৭	৪১৭৫	৮৯১	৫০৬৬
১৯৯৮	৩৭৮৫	১৪৫৮	৫২৪৩
১৯৯৯	৪০২৭	১৪০৮	৫৪৩৫
২০০০	৪৬৩৯	১৫৩১	৬১৭০
২০০১	৪০৮২	১২৮৭	৫৩৬৯
২০০২	৪১৩৪	১২৭৭	৫৪১১
২০০৩	৪৬২৩	১৩৮১	৬০০৪
২০০৪	৪৩৬৫	১৯৯২	৬৩৫৭
২০০৫	৬০৯৩	১৩৩২	৭৪২৫
২০০৬	৫৫৬৬	১৩৭৪	৬৯৪০
২০০৭	৫৫৭২	৩৩৪১	৮৯১৩
২০০৮	৬৪৭৪	৩৩৮৮	৯৮৬২
২০০৯	৭৪৪৭	১৮৫৯	৯৩০৬
২০১০	৭৮৫৭	২৩৭৪	১০২৩১
২০১১	৮৬৩২	৩০১৩	১১৬৪৫
২০১২	৮২৯৪	৩১৩৫	১১৪২৯
২০১৩	৮০০১	৩৫৮০	১১৫৮১

২০১৪	৭৯৩০	৩৬১১	১১৫৪১
২০১৫	৯৩২২	৩৪৮৭	১২৮০৯
২০১৬	৮৫৭০	৩৮৩৫	১২৪০৫
২০১৭	৯২৪৭	৩৮৪৩	১৩০৯০
মোট =	১৭১২৪৮	৬৮১৯০	২৩৯৪৩৮

১৯৭১ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত দেশী-বিদেশী আবেদনের তুলনামূলক রেখা চিত্র



উপরের রেখা চিত্র হতে দেখা যায় যে, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের প্রথম দিকে অল্প কয়েকটি বছরে বিদেশী আবেদন বেশী ছিল। পরবর্তীতে বিদেশী আবেদনের প্রাধান্য দ্রুত হ্রাস পায়। দেশীয় আবেদনের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বৃদ্ধির এ ধারা এখনো অব্যাহত আছে। দেখা যায় যে, বিদেশী আবেদনও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে বৃদ্ধির এ ধারা দেশীয় আবেদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় কম। বিবেচ্য সময়ে (২০১৭ খ্রিঃ) গত বছরের তুলনায় দেশী-বিদেশী আবেদন প্রাপ্তির সংখ্যা বেড়েছে।

২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ খ্রিঃ আবেদন পরীক্ষার তুলনামূলক তথ্য :

সাল	বিগত বছরের জের	বিবেচ্য বছরে প্রাপ্ত	মোট প্রাপ্ত আবেদন	বিবেচ্য বছরে পরীক্ষা	অবশিষ্ট
২০১৩	৯৮১	১১৫৮১	১২৫৬২	১১১০৯	১৪৫৩
২০১৪	১৪৫৩	১১৫৪১	১২৯৯৪	১৪৫৩	১১৫৪১
২০১৫	৫৯২	১২৮০৯	১৩৪০১	১১৯৯৫	১৪১৬
২০১৬	১৪১৬	১২৪০৫	১৩৮১১	১২৪১০	১৪১১
২০১৭	১৪১১	১৩০৯০	১৪৫০১		

বিগত পাঁচ বছরের প্রাপ্ত ও নিষ্পত্তিকৃত PUC (Paper Under Consideration) এর পরিসংখ্যান নিচের ছকে দেখানো হ'লঃ

প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তির তুলনা

সাল	প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি
২০১৩	৬৪০৬	১০৫১৪
২০১৪	৭৯৪৫	১১৪৮৯
২০১৫	৯২০৭	১১৫২৭
২০১৬	১২১১৬	১১৪৭৯
২০১৭	৬৬১৫	৭৮৫৫

উপরোক্ত ছক থেকে দেখা যায় যে, প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তির পার্থক্য হ্রাস পাচ্ছে।

২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ খ্রিঃ পত্র জারির তুলনামূলক প্রতিবেদন নিচের ছকে দেখানো হ'লঃ

সাল	কারণ দর্শনোর নোটিশ জারি	অন্যান্য নোটিশ জারি	মোট জারি
২০১৩	১৫০৮৮	৩৫২০৮	৫০২৯৬
২০১৪	১৪৩১১	৩৩৬১২	৪৭৯২৩
২০১৫	১২২৪১	২৭০২৩	৩৯২৬৪
২০১৬	১৪৭০৯	২০৬২২	৩৫৩৩১
২০১৭	৮৫৩৪	২৭৭৬৮	৩৬৩০২

জার্নাল প্রকাশ :

প্রাপ্ত আবেদনের রেজিস্ট্রেশনে কোন ব্যক্তির আপত্তি (বিরোধিতা) আছে কিনা যাচাই করার লক্ষ্যে নিবন্ধনের জন্য গৃহীত সকল আবেদন ট্রেডমার্ক জার্নালে প্রকাশ হয়। বর্তমান আইনের ১৭ ধারা অনুযায়ী জার্নাল প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় (বি.জি প্রেস) হতে এসব জার্নাল প্রকাশ করা হয়।

বিবেচ্য সময়ে (২০১৭ খ্রিঃ) বি.জি প্রেসে প্রকাশের জন্য প্রেরিত এবং বি.জি প্রেস হতে প্রকাশিত জার্নাল সংক্রান্ত তথ্য নিচের ছকে দেখানো হ'লঃ

প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তির তুলনা

জার্নাল নং	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশিত আবেদন
J-286	০৪-০৪-২০১৭	১০৭৩
J-287	০৭-০৪-২০১৭	৯৬৭
J-288	২৩-০৪-২০১৭	৮৭৮
J-289	১৭-১২-২০১৭	৮১০
মোট =৪টি জার্নাল	-	৩৭২৮

বিবেচ্য বছরে (২০১৭ খ্রিঃ) মোট ৪টি জার্নালে ৩৭২৮টি আবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

জার্নাল নং	বি.জি প্রেসে প্রেরনের তারিখ	প্রকাশিতব্য আবেদন
J-288	১০-০৪-২০১৭	৮৭৮
J-289	২৩-১০-২০১৭	৮১০
মোট= ২টি জার্নাল	-	১৬৮৮



বিগত পাঁচ বছরের জার্নাল প্রকাশের তুলনামূলক প্রতিবেদন নিচের ছকে দেয়া হ'লঃ

সাল	জার্নাল নং	প্রকাশের তারিখ	জার্নালে প্রকাশিত আবেদনের সংখ্যা	মোট প্রকাশিত আবেদন
২০১৩	J-265	২৬/০২/২০১৩	৬৮৪	২৮০৯
	J-266	১৩/০৫/২০১৩	৬৮৮	
	J-267	২০/০৫/২০১৩	৩২৮	
	J-268	৩১/০৭/২০১৩	১১০৯	
২০১৪	J-269	২১/০৫/২০১৪	১২৭৩	৭৩১০
	J-270	৩১/০৮/২০১৪	১১৯৮	
	J-271	৩১/০৮/২০১৪	১০২১	
	J-272	২৬/১০/২০১৪	৮৯৫	
	J-273	০৯/১১/২০১৪	১০১৯	
	J-274	০৯/১১/২০১৪	১৪৫০	
	J-275	৩০/১২/২০১৪	৪৫৪	
২০১৫	J-276	০৭/০৪/২০১৫	৩২১	৩২০৪
	J-277	০৭/০৪/২০১৫	৩৮৯	
	J-278	০৭/০৪/২০১৫	৫৪৪	
	J-279	০৭/০৪/২০১৫	৩৯৭	
	J-280	০৭/০৪/২০১৫	৪৯৮	
	J-281	১৫/০৯/২০১৫	৪০৯	
	J-282	১০/১২/২০১৫	৬৪৬	
২০১৬	J-283	২২-০২-২০১৬	১১১৯	২৫৬৯
	J-284	০৪-০৮-২০১৬	৭৯৬	
	J-285	২৯-১২-২০১৬	৬৫৪	
২০১৭	J-286	০৪-০৪-২০১৭	১০৭৩	৩৭২৮
	J-287	০৭-০৪-২০১৭	৯৬৭	
	J-288	২৩-০৪-২০১৭	৮৭৮	
	J-289	১৭-১২-২০১৭	৮১০	

২০১৭ খ্রিঃ ৩৭২৮টি আবেদন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে ।

আপত্তি মামলা ও সংশোধনের মামলাঃ

জার্নালে আবেদন প্রকাশের ২ মাসের মধ্যে যে কোন সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি ট্রেডমার্ক আইনের ১৮(১) ধারা অনুযায়ী রেজিস্টার বরাবরে প্রকাশিত আবেদনটির রেজিস্ট্রেশন প্রদানের বিরোধিতা (Opposition) করতে পারেন। যে কোন রেজিস্টার্ড মার্ক বাতিল বা সংশোধনের জন্য সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি রেজিস্টার বরাবরে বা হাইকোর্টে মামলা করতে পারেন। রেজিস্টার বা তার অধীন কোন কর্মকর্তার আদেশে সংক্ষুদ্ধ যে কোন ব্যক্তি হাইকোর্টে আপীল দায়ের করতে পারেন।

বিরোধিতা, মার্ক বাতিল/সংশোধন ও আপীল মামলার পরিসংখ্যান নিচের ছকে দেখানো হ'লঃ
দায়েরকৃত মামলার প্রতিবেদন/২০১৭ খ্রিঃ

মামলা	বিগত বছরের জের	চলতি বছরে মামলা দায়ের	মোট মামলা	চলতি বছরে মামলা নিষ্পত্তি	পেন্ডিং মামলা
বিরোধিতা মামলা	২২৪	১০১	৩২৫	৭৬	২৪৯
সংশোধন/বাতিলের মামলা	৬৫	৯	৭৪	৭	৬৭
আপীল মামলা	২৪৬	৬	২৫২	০	২৫২

২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ খ্রিঃ এর মামলা নিষ্পত্তির তুলনামূলক প্রতিবেদন :

মামলার ধরণ	নিষ্পত্তি			পেন্ডিং		
	২০১৬	২০১৭	২০১৫	২০১৬	২০১৭	
বিরোধিতা মামলা	২১৩	১৩৮	৭৬	৩০২	২২৪	২৪৯
সংশোধন/বাতিলের মামলা	০৬	৭	৭	৫১	৬৫	৬৭
আপীল মামলা	০২	০	০	২০৯	২৪৬	২৫২

সার্টিফিকেট প্রদান সংক্রান্ত তথ্য :

জার্নালের প্রকাশের প্রেক্ষিতে ধার্য সময়ের মধ্যে বিরোধিতার কোন মামলা না হলে অথবা বিরোধিতার মামলায় সার্টিফিকেট প্রদানের কার্যক্রম বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। আবেদনকারী নিবন্ধন ফি জমা করার পর সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়। বিরোধিতার মামলায় নিবন্ধনের লক্ষ্যে কোন শর্ত আরোপ করা হলে শর্ত পালন ও নিবন্ধন ফি পাওয়ার পর রেজিস্ট্রেশন সনদ প্রদান করা হয়। বর্তমান আইনের ২২(১) ধারার বিধান অনুযায়ী ৭ (সাত) বছরের জন্য নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়।

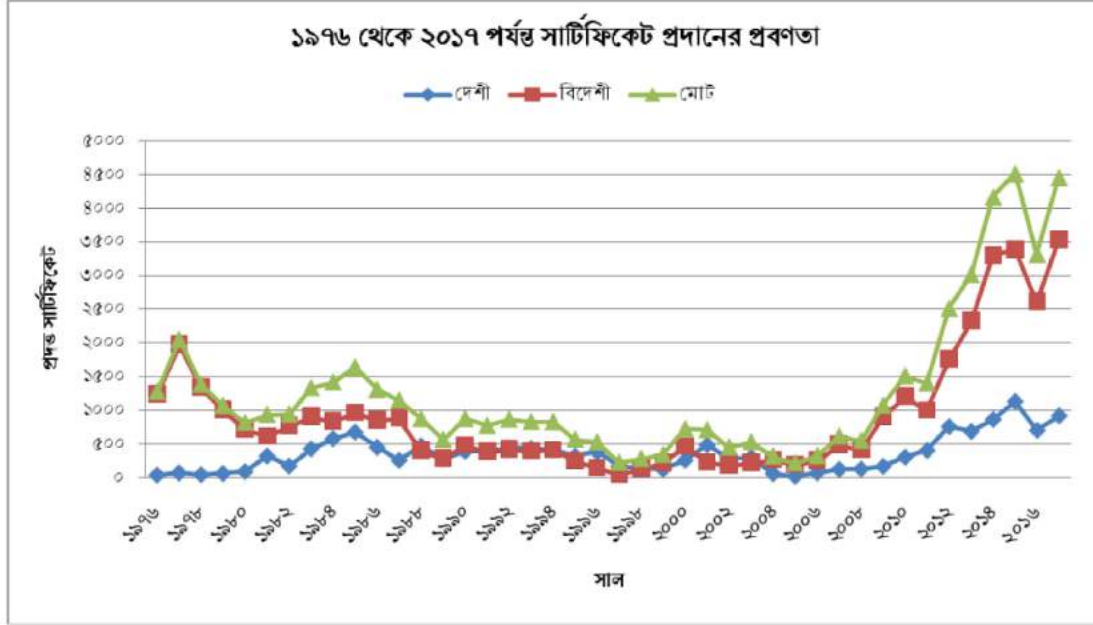
স্বাধীনতার পর হতে ডিসেম্বর/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত সার্টিফিকেট প্রদানের বছর ওয়ারী পরিসংখ্যান নিচের ছকে দেখানো হ'লঃ

বছর	দেশ	বিদেশী	মোট
১৯৭৬	৪২	১২৪২	১২৮৪
১৯৭৭	৭৫	১৯৮১	২০৫৬
১৯৭৮	৪৮	১৩৪৩	১৩৯১
১৯৭৯	৬৬	১০০৮	১০৭৪
১৯৮০	৯৬	৭২৮	৮২৪
১৯৮১	৩২৪	৬১৮	৯৪২
১৯৮২	১৭৬	৭৭২	৯৪৮
১৯৮৩	৪৩১	৯০৮	১৩৩৯
১৯৮৪	৫৮১	৮৪২	১৪২৩
১৯৮৫	৬৭৮	৯৭০	১৬৪৮
১৯৮৬	৪৫৩	৮৬০	১৩১৩
১৯৮৭	২৬১	৮৯৩	১১৫৪
১৯৮৮	৪৭৪	৪০৪	৮৭৮
১৯৮৯	২৮৩	২৮৯	৫৭২
১৯৯০	৩৯৪	৪৮৫	৮৭৯
১৯৯১	৩৯২	৩৮৮	৭৮০



বছর	দেশ	বিদেশী	মোট
১৯৯২	৪৪৩	৪২৭	৮৭০
১৯৯৩	৪৩৭	৩৯৯	৮৩৬
১৯৯৪	৪১৭	৪১৮	৮৩৫
১৯৯৫	৩২৬	২৪৯	৫৭৫
১৯৯৬	৩৮৫	১৪৫	৫৩০
১৯৯৭	১৭৮	৫২	২৩০
১৯৯৮	১৪৬	১৪০	২৮৬
১৯৯৯	১২৭	২১৯	৩৪৬
২০০০	২৬২	৪৬৬	৭২৮
২০০১	৪৮৭	২২৮	৭১৫
২০০২	২৬৮	১৯০	৪৫৮
২০০৩	৩০৮	২২৭	৫৩৫
২০০৪	৬৪	২৬২	৩২৬
২০০৫	২৪	১৯৫	২১৯
২০০৬	৭৬	২৫৪	৩৩০
২০০৭	১২৬	৪৯৩	৬১৯
২০০৮	১৩২	৪২৩	৫৫৫
২০০৯	১৭০	৯০৯	১০৭৯
২০১০	৩০৭	১২১২	১৫১৯
২০১১	৪০৭	১০০২	১৪০৯
২০১২	৭৫৯	১৭৬১	২৫২০
২০১৩	৬৮৮	২৩৩৩	৩০২১
২০১৪	৮৬৫	৩৩০৭	৪১৭২
২০১৫	১১৩০	৩৩৯২	৪৫২২
২০১৬	৭০৪	২৬১৭	৩৩২১
২০১৭	৯১৯	৩৫৪৫	৪৪৬৪
মোট =	১৪৯২৯	৩৮৫৯৬	৫৩৫২৫

উপরের ছক থেকে দেখা যায় যে, স্বাধীনতার পর থেকে গড়ে প্রতি বছর ১২৭৪টি সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। বিবেচ্য বছরে (২০১৭ খ্রিঃ) গড়ের প্রায় সাড়ে তিনগুণ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। আগামী বছরে আরো অধিক সংখ্যক সার্টিফিকেট ইস্যুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।



নবায়ন :

ট্রেডমার্ক আইনের ২২(২) ধারা অনুযায়ী নিবন্ধনের মেয়াদ বা নবায়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে ১০ বছরের জন্য নিবন্ধন নবায়ন করা যায়। গত পাঁচ বছরের নবায়নের তুলনামূলক চিত্র নিচের ছকে দেখানো হ'ল :

সাল	নবায়ন ফি প্রাপ্তি		প্রকৃত নবায়ন উপযোগী	প্রকৃত নবায়ন
	জের	বিবেচ্য বছরে প্রাপ্ত		
২০১৩	১৪৪৭	১৭৩৩	৩১৮০	১৫৯২
২০১৪	১৫৮৮	২৩৯৬	৩৯৮৪	১৬০১
২০১৫	২৩৮৩	৩৫২৮	৫৯১১	২৫৬৮
২০১৬	৩৩৪৩	৩৭৫৪	৭০৯৭	১৯৭৩
২০১৭	৫১২৪	৩৭৭৬	৮৯০০	২১৯১

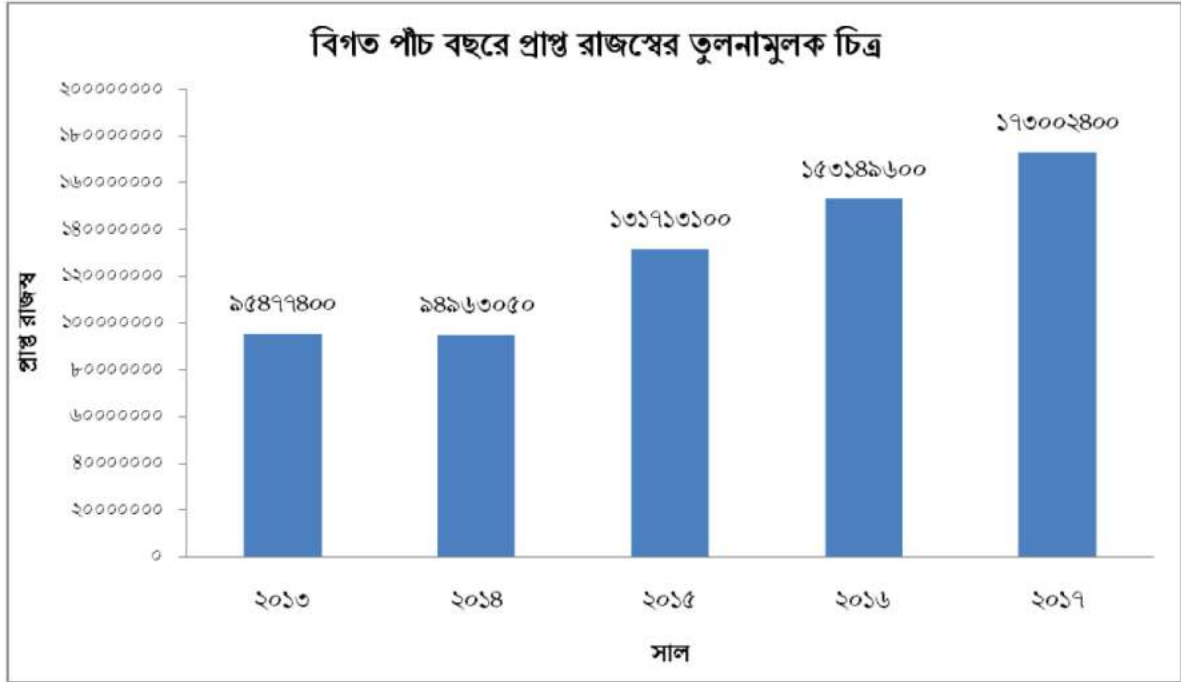
রাজস্ব আদায় :

ট্রেডমার্ক বিধিমালা ১৯৬৩ এর তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফিস আদায় করা হয়। সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সময় তফসিলটি সংশোধন করা হয়। তফসিলটি সর্বশেষ সংশোধন করা হয় ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে। সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী ২০১৭ খ্রিঃ সালে মোট ১৭,৩০,০২,৪০০/- (সতের কোটি ত্রিশ লক্ষ দুই হাজার চারশত) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। আদায়কৃত সমুদয় অর্থ ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে। গত পাঁচ বছরের রাজস্ব আয়ের তুলনামূলক বিবরণী নিচের ছকে দেখানো হ'লঃ

রাজস্ব সংগ্রহের তুলনামূলক প্রতিবেদন

সাল (পঞ্জিকা বর্ষ)	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
সংগৃহীত রাজস্ব (টাকা)	৯৫৪৭৭৪০০	৯৪৯৬৩০৫০	১৩১৭১৩১০০	১৫৩১৪৯৬০০	১৭৩০০২৪০০

দেখা যায় রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামিতে এ খাত হতে সরকারের আয় আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।



দেখা যায় রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামীতে এ খাত হতে সরকারের আয় আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উপসংহারঃ

ট্রেডমার্কসহ সকল মেধা সম্পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-নীতিমালার সমন্বয়ে গঠিত শক্তিশালী আইনী অবকাঠামো। চিরন্তন জ্ঞান স্পৃহা থেকে নিত্য উৎসারিত হচ্ছে নতুন নতুন মেধা সম্পদ। সৃষ্টি হচ্ছে মেধা সম্পদের নতুন ক্ষেত্র। পরিবর্তনের এ অব্যাহত ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার প্রয়োজনে মেধা সম্পদ আইন দ্রুত পরিবর্তনশীল। এসব বিবেচনায় এনে ট্রেডমার্কসহ মেধা সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল আইন যুগোপযোগী করার উদ্যোগ চলমান আছে। যা অব্যাহত রাখতে হবে। মেধা সম্পদ বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবী। নীতিমালার বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে কৌশল নির্ধারণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে ফলিত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে জনকল্যাণে ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে গবেষকদের সঙ্গে ব্যবসায়ী মহলের যোগসূত্র সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বাজারে নব সৃজিত পণ্যের নকল প্রতিরোধে ট্রেডমার্ক ব্যবস্থার কার্যকর প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে মেধা সম্পদ সংশ্লিষ্ট পৃথক পুলিশ ফোর্স গঠন করা যেতে পারে এবং মেধা সম্পদ সংশ্লিষ্ট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে মেধা সম্পদ আদালত গঠন করা যেতে পারে।



SANWA®



'SANWA' ব্র্যান্ড- বলভাল্ব এবং গেটভাল্ব এর
বাংলাদেশে একমাত্র প্রস্তুতকারক ও আমদানীকারক।



SANITARY WORLD

14- Hazi Osman Goni Road (Khaleda Tower-3rd Floor) Dhaka - 1100

Tel: +88-0-47113153,9570887,9583148 Cell: 88 01712799228,01816539190,01715015202

E-mail: sanitaryworld.bd@gmail.com, sanitaryworld1@yahoo.com

Visit us : www.facebook.com/swl.hoto



www.supremeip.com

ট্রেডমার্ক আপনায় মস্পদ
আয়ে আজরো আপনায় মস্পদটি মুয়েক্ষিত য়াথি
বিস্তারিত: ০১৭১১ ১১ ৪২ ১৮

We stands for highest quality of service in all aspects of Intellectual Property, including

TRADEMARK
PATENT
INDUSTRIAL DESIGN
COPYRIGHTS
LICENSING
IP LITIGATION
BRAND PROTECTION



A brief of our clients....



+88 01711 97 03 18
+88 01711 11 49 18

info@supremeip.com
advjacr@gmail.com



Bakaul Mansion (2nd Floor)
42/1-Kha, Segun Bagicha
Dhaka-1000, Bangladesh



An Overview of Well-known Trademark

————— Muhammad Ferdoush Hassan¹

Definition of Well-known Trademark

Well-known trade and service marks enjoy in most countries protection against signs which are considered a reproduction, imitation or translation of that mark provided that they are likely to cause confusion in the relevant sector of the public. More conveniently "well-known trademark" is such a trademark that is widely known to the pertinent general public and enjoys a relatively high reputation. Here "pertinent general public" to mean consumers, manufacturing operations, and persons involved in the sales of the goods or services bearing such trademarks. Well-known marks are usually protected, irrespective of whether they are registered or not, in respect of goods and services which are identical with, or similar to, those for which they have gained their reputation. In many countries, they are also, under certain conditions protected for dissimilar goods and services. It should be noted that, while there is no commonly agreed detailed definition of what constitutes a well-known mark; countries may take advantage of the WIPO Recommendation concerning provisions on the protection of well-known marks.

International Standards of Protection for Well-Known Marks

Many countries protect unregistered well-known marks in Accordance with their international obligations under the Paris Convention for the protection of Industrial Property and the TRIPS Agreement. International standards of protection for famous and well-known marks have been established through two treaties: the Paris Convention (Article 6bis) and the TRIPS Agreement (Article 16). In order to provide for a worldwide standard on how to implement the requirements under the Paris Convention and TRIPS, the World Intellectual Property Organization issued its Joint Recommendation on Well-Known Marks.

International trademark treaties obligate national governments to provide well-known marks with enhanced protection. Generally the laws of different nations may lend themselves to different approaches in protecting well-known marks, and some countries are electing to meet these international obligations by establishing a well-known mark should apply the principles of the WIPO Provisions for the protection of well-known marks. Trademark protection in the European Union has developed mainly based on international treaties such as the Paris Convention, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) and the Madrid Agreement.

Protection granted to famous marks originates from Article 6bis of the Paris Convention and Article 16 of TRIPS, which give additional cover to well-known marks, even where they have not been registered. However, there is still no common definition of a 'well-known' mark, leading to variations in interpretation and thus protection from country to country.

In the European Union, well-known marks enjoy a special and broader degree of protection, as set out in Article 5(3) of the EU Trademark Directive and Article 9(1) (c) of the EU Community Trademark Regulation. The owner of a well-known trademark is entitled to prevent third parties from using any sign that is identical or similar to its mark, irrespective of whether it is in relation to goods or services which are identical or similar to, or even completely dissimilar to, those for which the well-known mark is registered, where such use, without due cause,

¹ Muhammad Ferdoush Hassan, Examiner (Trademarks), DPDT, Ministry of Industries, Dhaka, Bangladesh

would take unfair advantage of or be detrimental to the earlier mark's distinctive character. Some leading cases regarding Well-known trademarks. In Intel Corporation v CPM United Kingdom Ltd (C-252/07, November 27 2008) and L'Oréal v Bellure (C-487/07, June 18 2009), the European Court of Justice (ECJ) attempted to define the scope of protection granted to well-known trademarks.

In Intel, the ECJ held that a well-known mark will be diluted if a later mark is used to create an immediate association with the goods and services for which it is registered. The court found that the stronger the distinctive character of the earlier mark, the more likely it is that the relevant public will call it to mind – increasing the risk of dilution.

Moreover, the ECJ held that the owner of a well-known mark must provide proof that use of the later mark “would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark”. Although the owner of the earlier mark need not demonstrate actual and present injury, it must prove that there is a serious risk that such an injury would occur in the future. This requirement introduces a high threshold for proof of dilution, which is arguably unfavorable to owners of well-known marks.

In L'Oréal, the ECJ extended the protection granted to well-known marks, holding that it is not necessary to demonstrate a likelihood of confusion, a likelihood of detriment to the mark's distinctive character or reputation, or even any general detriment in order to find unfair advantage.

The ECJ held that the advantage is unfair where a third party “seeks by that use to ride on the coat-tails of the mark with a reputation” and does so to benefit from the mark's power of attraction, reputation and prestige, with a view to exploiting the marketing efforts of the well-known mark's owner, without any financial compensation and regardless of any detriment to the mark.

In L'Oréal, the argument that a later mark might take unfair advantage of the earlier mark's reputation or distinctive character became more advantageous over claims of dilution of the earlier mark, previously argued following Intel.

Another case in which the court granted relief of injunction in Whirlpool Co. & Anrvs NR Dongre (1996 PTC 415 (Del)), the plaintiff Whirlpool had not subsequently registered their trademark in India. However the plaintiff by virtue of use and advertisement in international magazine had a worldwide reputation and used to sell their machinery in US embassy in India. Meanwhile, the defendant started using the impugned mark on its washing machine. Thereafter the plaintiff brought an action against the defendant and the court held that the plaintiff had an established “trans borders reputation” in India and hence the defendants were prevented from using the same for their products.

Protection of Well-known marks

Many countries protect unregistered well-known marks in Accordance with their international obligations under the Paris Convention for the protection of Industrial Property and the TRIPS Agreement. Consequently, not only big companies but also SMEs may have a good chance of establishing enough goodwill with customers so that their marks may be recognized as well-known marks and acquire protection without registration.

We should be aware of the fact that a number of trademark Laws merely implement obligations under Article 16.3 of the TRIPS Agreement and protect well-known registered trademarks only. On the other hand, Article 6bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Proper



requires member countries to afford certain protections to well-known marks, regardless of whether they are registered. Specifically, member countries must refuse or cancel the registration, and prohibit the use, of a well-known mark when applied for or used by an unauthorized party for identical or similar goods, when its use or registration would likely cause confusion.

The United States Patent and Trademark Office (USPTO) essentially uses these same factors in deciding whether to protect a well-known mark. There is no separate analysis apart from likelihood of confusion or deceptiveness, as to whether a mark is well-known or not. The USPTO will refuse registration of, or a third party may seek to oppose or cancel, a mark that conflicts with registered or unregistered well-known marks, foreign or domestic, that meet the test under Lanham Act. Section 2(a) of the Lanham Act provides that a mark will be refused registration, inter alia, if it is deceptive or falsely suggests a connection to persons, institutions, beliefs or national symbols. It is not necessary for a mark to be registered to obtain protection under Section 2(a) or 2(d), but the mark must point uniquely to a source (known or unknown) such that consumers would be deceived if the goods or services of the applicant did not emanate from that source. While the USPTO does not make a specific determination in examination as to whether a mark is well-known, it evaluates the strength of the mark in determining the scope of protection to afford a previously registered or unregistered mark against a pending application.

In 1996, the State Administration of Industry and Commerce of China (SAIC) published the Interim Rules on Recognition and Protection of Well-known Trademarks pursuant to the Trademark Law of the People's Republic of China ("Trademark Law"), and its implementation rules ("1996 Rule"), which was amended in 1998. Pursuant to the 1996 Rule, owners of certain trademarks could apply for recognition of well-known trademarks on a routine basis. Nearly 200 Chinese trademarks were recognized as well-known trademarks under the 1996 Rule.

In Bangladesh well known marks enjoy privileged protection like the other countries to which they are parties to the Paris Convention and TRIPS. The section 10 (4) & (5) of the Trade Marks Act -2009 entails that "no trademark shall be registered in respect of any goods or services if it is identical with, or confusingly similar to, or constitutes a translation or a mark or trade description which is well-known in Bangladesh for identical or similar goods or services of another enterprise. Whereas, no trademark shall be registered in respect of goods or services if it is well-known and registered in Bangladesh for goods or services which are not identical or similar to those in respect of which registration is applied for, if (a) the trademark is used in such a way that may create a false conception that there is a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark; and (b) the interests of the registered trademark are likely to be damaged by such use.



Wishing a Grand Success
of
World Intellectual Property Day, 2018



Powering change: Women in innovation and creativity

REMFRY & SON LIMITED

PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

56, New Eskaton Road
4th Floor, Dhaka-1000,
Bangladesh

WEB

www.remfryson.com

Phone

88 02 936 1783 / 88 02 933 8201

Fax

88 02 934 6881 / 88 02 831 7860

EMAIL

mail@remfryson.com

remfry@bangla.net



বাংলাদেশে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য নিবন্ধনঃ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ



মোঃ বেলাল হোসেন^১

স্বাধীন বাংলাদেশে মেধা সম্পদের যে শাখাটির নব যাত্রা শুরু হয়েছে তা হচ্ছে, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য। মেধা সম্পদের অন্যান্য শাখাগুলো পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্কস ও কপিরাইট উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করলেও স্বাধীন বাংলাদেশে একমাত্র এই শাখাটিরই প্রবর্তন হয়েছে। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য মেধা সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্কস ও কপিরাইট এর পাশাপাশি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য কে মেধা সম্পদের একটি প্রধান শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই মেধা সম্পদ সংক্রান্ত World Trade Organization (WTO) এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) এর অনুচ্ছেদ ২২ এ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সুরক্ষা প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। WTO এর সদস্য রাষ্ট্র ও TRIPS চুক্তির স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ও এই বাধ্যবাধকতার অধীন। এছাড়া কৃষি প্রধান ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর বাংলাদেশ এর রয়েছে শত শত বর্ষের ঐতিহ্যগত কলা, সংস্কৃতি ও হস্ত শিল্পের ইতিহাস। তাই মসলিন, জামদানি, নকশিকাঁথা ও ইলিশের বাংলাদেশ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য সমৃদ্ধ দেশ হিসেবেই পরিচিত। আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালন ও নিজস্ব পণ্যের সত্ত্ব রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ২০১৩ সালে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা)আইন ও ২০১৫ সালে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা প্রণয়ন করে।

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য: ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ২(৯) অনুসারে “ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য” বলিতে এমন পণ্যকে নির্দেশ করে যাহা দ্বারা কোন কৃষিজাত বা প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন অথবা প্রস্তুতকৃত পণ্য কোন দেশের বিশেষ ভূখণ্ডে বা সেই ভূখণ্ডের কোন বিশেষ অঞ্চল বা এলাকায় উৎপন্ন বা প্রস্তুতকৃত বলিয়া বুঝাইবে, যেখানে বিশেষ গুণাগুণ, সুনাম বা এই ধরনের পণ্যের অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ, যাহা উহার ভৌগোলিক উৎপত্তিস্থলের জন্য পণ্যে আবশ্যিকভাবেই থাকে এবং পণ্যটি যদি প্রস্তুতকৃত পণ্য হয় তাহা হইলে প্রস্তুতকরণ কার্যাবলীর মধ্যে উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ বা প্রস্তুতকরণ কাজের যে কোন একটি কাজ অনুরূপ ভূখণ্ড, অঞ্চল বা এলাকায় সম্পন্ন হয়;

এই সংজ্ঞা অনুসারে তিন ধরনের পণ্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হতে পারে-

- ১। কৃষিজাত পণ্য
- ২। প্রকৃতিজাত পণ্য
- ৩। প্রস্তুতকৃত পণ্য ও হস্ত শিল্প জাত

প্রশ্ন হচ্ছে সকল কৃষিজাত, প্রকৃতিজাত, প্রস্তুতকৃত ও হস্ত শিল্প জাত পণ্য ই কি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য? উত্তর সরাসরি না।

^১মোঃ বেলাল হোসেন, এগ্রামিনার (ট্রেডমার্কস) ও অতিঃ দায়িত্ব (জিআই) ইউনিট, ডিপিডি, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

উপরোক্ত পণ্য গুলোকে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে বিবেচ্য হতে হলে সেগুলো অবশ্যই কোন দেশের বিশেষ ভূখণ্ডে বা সেই ভূখণ্ডের কোন বিশেষ অঞ্চল বা এলাকায় উৎপন্ন বা প্রস্তুতকৃত হতে হবে এবং যেখানে এই ধরনের পণ্য সমূহের বিশেষ গুণাগুণ, সুনাম বা অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ, পণ্য সমূহের ভৌগোলিক উৎপত্তিস্থলের উপর নির্ভরশীল বা সম্পর্ক যুক্ত হবে। যেমনঃ জামদানি, বাংলাদেশ ইলিশ ইত্যাদি।

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের ইতিহাসঃ ঊনবিংশ শতকে ফ্রান্স সর্বপ্রথম এ ধরনের বিখ্যাত পণ্য সমূহের সুরক্ষায় আইনী কাঠামো তৈরি করে। তাই ফ্রান্স কে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের পথিকৃত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও আন্তর্জাতিকভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি প্যারিস কনভেনশন, ১৮৮৩ এ সর্বপ্রথম এ ধরনের পণ্য সমূহের সুরক্ষার বিধান করা হয়। এছাড়া ১৯৫৮ সালের আপিলেশনস অব অরিজিন সংক্রান্ত লিসবন চুক্তি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রিপস চুক্তি ও অতিসম্প্রতি ২০১৫ সালের জেনেভা অ্যাঙ্ক অব দি লিসবন এগ্রিমেন্ট অন আপিলেশনস অব অরিজিন এবং জিওগ্রাফিকেল ইন্ডিকেশন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি সমূহে ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সুরক্ষার বিধান রয়েছে।

তবে বাংলাদেশে Sui generis system এ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সুরক্ষা লাভের পথ সুগম হয় অতিসম্প্রতিককালে। ২০১৩ সালে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন ও ২০১৫ সালে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা প্রণয়ন এর পর শিল্পমন্ত্রণালয়ধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরে ভৌগোলিক নির্দেশক ইউনিট চালু হয় ১ই সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন পদ্ধতিঃ মেধা সম্পদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তাই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন ও বাধ্যতামূলক নয়। তবে মালিকানা বা সত্ত্ব দাবী করলে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। শিল্পমন্ত্রণালয়ধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস এর পাশাপাশি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের ও নিবন্ধন প্রদান করে থাকে। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

আবেদন দাখিলঃ আবেদন দাখিলের মাধ্যমে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের সূচনা হয়। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা-৯ ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি-৪ অনুসারে এক শ্রেণির পণ্যের আবেদনের জন্য জিআই ফরম-০১ এ এবং একাধিক বা বিভিন্ন শ্রেণিতে আবেদনের জন্য জিআই ফরম-০২ এ আবেদন দাখিল করতে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পণ্যের শ্রেণি বলতে World Intellectual Property Organization (WIPO) ঘোষিত আন্তর্জাতিক শ্রেণি কে বুঝায়। বর্তমানে জিআই পণ্যের জন্য প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক শ্রেণি হচ্ছে NICE Classification।

তবে প্রশ্ন হচ্ছে আবেদন কে বা কারা করতে পারবেন? জিআই আইন অনুসারে কোন একক ব্যক্তি আবেদনকারী হতে পারবেন না। জিআই আইন এর ধারা-৯ অনুসারে জিআই পণ্য উৎপাদনকারী ব্যক্তিবর্গের বা তাহাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী প্রচলিত আইনের অধীন গঠিত বা নিবন্ধিত কোন সমিতি, সংগঠন, সরকারি সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ আবেদনকারী হিসেবে আবেদন করতে পারবেন।

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনের সহিত দাখিলকৃত দলিলাদিঃ জিআই পণ্য নিবন্ধনের আবেদনের সহিত জিআই বিধিমালা অনুযায়ী নিম্নলিখিত দলিলাদি অবশ্যই দাখিল করতে হবে-



- ১। আবেদন পত্র (জি আই ফরম-০১/০২) মোট ০৩ (তিন) কপি।
- ২। আবেদনকৃত পণ্যের নমুনা ৫ (পাঁচ) কপি (পচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে রসিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে);
- ৩। আবেদনকৃত পণ্যের উৎপাদনকারী অঞ্চল বা ভূ-খন্ডের প্রত্যায়িত মানচিত্র ৩ (তিন) কপি
- ৪। আবেদনকৃত পণ্যের উৎপাদনকারীগণের তালিকা।
- ৫। আবেদনকৃত পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিলাদি)
- ৬। আবেদনকৃত পণ্যের ০৩ (তিন) কপি সাদা-কালো এবং ৫ (পাঁচ) কপি রসিন ছবি।
- ৭। ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প হেলফনামা।
- ৮। রেজিস্ট্রার, ডিপিডিটি বরাবর ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার নিবন্ধন ফি ও সাথে ১৫% ভ্যাট এর পৃথক ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার।

আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকারঃ জিআই রেজিস্ট্রি অফিস আবেদন পত্রের নম্বর ও আবেদনকৃত পণ্যের নাম সন্নিবেশিত করে আবেদনের একটি কপিতে সিল স্বাক্ষর সহ আবেদন পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করবে।

আবেদন পরীক্ষাঃ জিআই বিধিমালার বিধি-১৫ ও ১৬ অনুসারে রেজিস্ট্রার আবেদনটি প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পরীক্ষা করিবেন এবং জিআই আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সকল শর্তাবলী প্রতিপালিত হয়েছে কিনা দেখবেন।

পরামর্শক কমিটি গঠন ও আবেদনপত্র প্রেরণঃ জিআই বিধিমালার বিধি-১৭ অনুযায়ী রেজিস্ট্রার কোন জিআই পণ্য নিবন্ধনের যৌক্তিকতা নিরূপনের জন্য এক বা একাধিক পরামর্শক কমিটি গঠন করিতে পারিবেন ও উক্ত কমিটির নিকট নিবন্ধনের যৌক্তিকতা নিরূপনের জন্য আবেদনপত্র প্রেরণ করিতে পারিবেন।

আবেদন প্রত্যাখ্যানঃ জিআই আইনের ধারা-১১ অনুসারে যদি রেজিস্ট্রারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন নিবন্ধনের আবেদন ভুলক্রমে কিংবা ভিন্ন নামে বা শিরোনামে গ্রহণ করা হয়েছে, অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জিআই পণ্য নিবন্ধন করা সমীচীন হইবে না, তাহা হইলে তিনি আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন।

ত্রুটি বা আপত্তি উত্থাপনঃ আবেদনপত্রে যদি কোন ত্রুটি বা আপত্তি থাকে তা নিরসনের লক্ষ্যে আবেদনকারী বরাবর পত্র প্রেরণ করিবেন। আবেদনকারী বিধিতে নির্ধারিত সময়ে জবাব প্রদান না করিলে আবেদনটি পরিত্যক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

জার্নাল প্রকাশঃ যদি আবেদন পত্রে কোন ত্রুটি বা আপত্তি না থাকে বা ত্রুটি বা আপত্তি নিরসনের পর জিআই আইনের ধারা-১২ ও বিধিমালার বিধি-১৯ অনুসারে আবেদনটি জার্নালে প্রকাশ করিবেন।

নিবন্ধনের বিরোধীতাঃ জিআই আইনের ধারা-১৩ ও বিধিমালার বিধি-২১ অনুযায়ী নিবন্ধনের আবেদন জার্নালে প্রকাশের দুই মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনে উল্লেখিত কারণ, লিখিত যুক্তি ও প্রমাণ সহ নিবন্ধনের বিরোধিতা করিয়া রেজিস্ট্রার বরাবর জিআই ফরম-৩ এ তিন প্রস্থ আবেদনপত্র দাখিল করিবেন। রেজিস্ট্রার বিরোধিতা নোটিশের একটি কপি আবেদনকারী বরাবর জারি করিবেন।



আবেদনকারী কর্তৃক পাল্টা-বিবৃতি ও জবাবঃ জিআই আইনের ধারা-১৪ ও বিধিমালার বিধি-২২ অনুযায়ী নিবন্ধনের বিরোধিতা নোটিশ এর কপি প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যে রেজিস্টার বরাবর উহার জবাব বা নিবন্ধনের জন্য তার আবেদনের সমর্থনে যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক জিআই ফরম-৪ এ তিন প্রস্থ একটি পাল্টা-বিবৃতি প্রদান করিবেন। রেজিস্টার পাল্টা-বিবৃতি নোটিশের একটি কপি নিবন্ধনের বিরোধিতাকারী বরাবর জারি করিবেন।

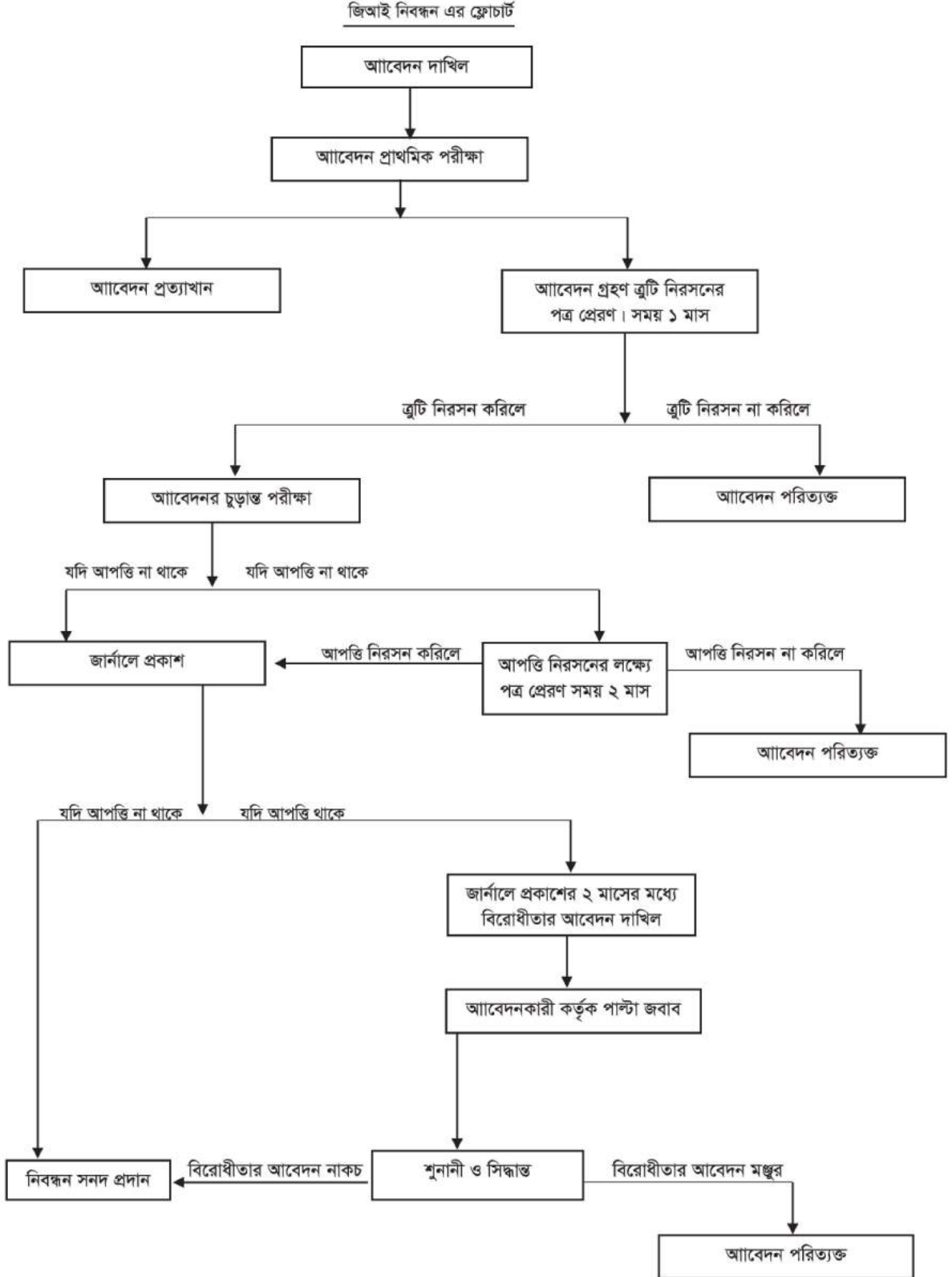
নিবন্ধনের বিরোধিতা ও পাল্টা-বিবৃতির স্বপক্ষে দলিলাদি দাখিলঃ জিআই বিধিমালার বিধি-২৩ অনুযায়ী বিরোধিতাকারী পাল্টা-বিবৃতি নোটিশের কপি প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যে বিরোধিতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণাদি রেজিস্টার বরাবর দাখিল করিবেন ও তার অনুলিপি আবেদনকারীকে প্রেরণ করিবেন। আবেদনকারী বিরোধিতার সমর্থনে দলিলাদি প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যে তাহার আবেদনের স্বপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি রেজিস্টার বরাবর দাখিল করিবেন ও তার অনুলিপি বিরোধিতাকারীকে প্রেরণ করিবেন।

শুনানী ও সিদ্ধান্তঃ জিআই আইনের ধারা-১৪ ও বিধিমালার বিধি-২৬ অনুযায়ী প্রমাণাদি যদি থাকে তা প্রাপ্তির পর তিন মাসের মধ্যে উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনানির জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিয়া নোটিশ প্রদান করিবেন। রেজিস্টার পক্ষগণকে শুনানীর পর সাক্ষ্য প্রমাণ সাপেক্ষে ও মামলার যতার্থতা বিবেচনাক্রমে নিবন্ধনের আবেদন মঞ্জুর বা নাকচ করিবেন ও এই সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

নিবন্ধন সনদ প্রদানঃ জিআই আইনের ধারা-১৫ ও বিধিমালার বিধি-২৮ অনুযায়ী নিবন্ধনের আবেদন জার্নালে প্রকাশের পর যদি দুই মাসের মধ্যে কোন আপত্তি দাখিল না করেন এবং রেজিস্টার যদি আর সময় বর্ধিত না করেন অথবা রেজিস্টার যদি নিবন্ধনের বিরোধিতার আবেদন নাকচ করে দেন এবং এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, জিআই পণ্য নিবন্ধনের জন্য আবেদনে প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করা হয়েছে, তাহলে তিনি জিআই পণ্য নিবন্ধন করিবেন ও আবেদনকারীকে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন। জিআই পণ্য নিবন্ধন আবেদন দাখিলের তারিখ হতে কার্যকর হইবে।

নিবন্ধনের মেয়াদ ও নবায়নঃ জিআই আইনের ধারা-১৫ অনুযায়ী জিআই পণ্যের নিবন্ধন জিআই আইনের অধীন বাতিল বা অন্যভাবে অবৈধ না হওয়া পর্যন্ত বৈধ থাকিবে। অর্থাৎ জিআই পণ্যের নিবন্ধন এর মেয়াদ উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে সীমাহীন সময়কাল। তাই নিবন্ধিত জিআই পণ্যের ক্ষেত্রে নবায়ন প্রযোজ্য নয়।

আপীলঃ জিআই আইনের ধারা-২৭ অনুযায়ী অত্র আইনের অধীন রেজিস্টার কর্তৃক কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি অনুরূপ আদেশ বা সিদ্ধান্ত অবহিত হইবার দুই মাসের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন। আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সরকারের আদেশ বা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।



আবেদনকৃত জিআই পণ্যের তালিকাঃ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইউনিটে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ২৯ টি পণ্যের জন্য ৩১ (একত্রিশ) টি আবেদন জমা পড়েছে। পণ্যগুলোর নাম ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হলঃ

১। জামদানি	২। বাংলাদেশ ইলিশ	৩। চাপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম	৪। হাড়িভাঙ্গা আম
৫। বিজয়পুরের সাদা মাটি	৬। কাটারীভোগ চাল	৭। কালিজিরা চাল	৮। মহিষের দুধের দই
১৩। সোনালি মুরগী	১৪। হাড়িভাঙ্গা মিষ্টি	১৫। ফজলি জাতের আম	১৬। বস্ত্র শিল্প
৯। পিরোজপুরের মাল্টা	১০। ল্যাংড়া জাতের আম	১১। আখিনা জাতের আম	১২। লতিরাজ কচু
১৭। তরল দুধ	১৮। সাবিত্রী রসকদম	১৯। আগর	২০। চাচুড়ীর বিলের কৈ মাছ
২১। পোড়াবাড়ীর চমচম	২২। নাক ফজলী আম	২৩। সুন্দর বনের মধু	২৪। ব্রাহ্মণবাড়ীর ছানামুখী
২৫। রাজশাহী সিদ্ধ	২৬। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল	২৭। বগুড়ার দই	২৮। ঢাকাই মসলিন শাড়ী
২৯। তুলশীমালা ধান			

নিবন্ধিত জিআই পণ্যের তালিকা: ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইউনিটে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত দুটি পণ্য নিবন্ধিত হয়েছে। পণ্য দুটি হচ্ছে-

- > জামদানি
- > বাংলাদেশ ইলিশ

সম্ভাবনা: বর্তমান বিশ্বে বস্তুগত সম্পদ সীমিত কিন্তু মেধা সম্পদ অফুরন্ত। আর শুধুমাত্র এই মেধা সম্পদ এর সর্বোত্তম ব্যবহার এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান সহ উন্নত বিশ্বের অনেক দেশ উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও উন্নত বিশ্বের দিকে ধাবিত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের মেধা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার জরুরি। এই অবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর কৃষি প্রধান বাংলাদেশে মেধা সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য এর শনাক্তকরণ, নিবন্ধন ও সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সূচিত হতে পারে নব সম্ভাবনার দ্বার। বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় জিআই পণ্য সমূহের নিবন্ধন ও সুরক্ষার মাধ্যমে উক্ত পণ্য সমূহের উপর বাংলাদেশের নিজস্ব মালিকানা সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভের পাশাপাশি উক্ত পণ্য সমূহ-

- > শক্তিশালী ব্রান্ড এর মর্যাদা লাভ করবে,
- > বিপণন কৌশল এর নিয়ামক হবে,
- > ভোক্তা সাধারণের অধিকার সুরক্ষা প্রদান করবে
- > গ্রামীণ উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হবে
- > ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সমুন্নত রাখবে

এছাড়া উক্ত পণ্য সমূহের মূল্য বৃদ্ধি পাবে, আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি হবে, রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে ও নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠবে, যার ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে যা দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ভোক্তা সাধারণ নিবন্ধিত জিআই পণ্য সমূহের ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমজাতীয় অনিবন্ধিত জিআই পণ্যের চেয়ে ২০-৩০% মূল্য বেশি দিতে সম্মত থাকে।

চ্যালেঞ্জঃ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর মত বাংলাদেশের ও মেধা সম্পদের সুফল ভোগ করা সহজসাধ্য নয়। তার অন্তরায় রয়েছে এ বিষয়ে জনসচেতনতার মারাত্মক অভাব, শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব, শিক্ষার সীমিত সুযোগ, বিশেষজ্ঞতার অভাব, নীতিমালার অভাব, যুগোপযোগী আইনের অভাব, দক্ষ জনবলের অভাব ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দীর্ঘ পথ চলা মেধা সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ শাখা জিআই বাংলাদেশে এর নব যাত্রা শুরু করেছে অতিসম্প্রতি। তাই নব এই শাখার সম্ভাবনা কে সর্বোত্তম ব্যবহার করতে চাইলে কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে বাংলাদেশকে। নিম্নে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরা হল-

- জিআই পণ্য সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালায় যুগোযোগীকরণ ও জিআই পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ কৌশল ব্যবস্থা আইন ও বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণ।
- জিআই ম্যানুয়াল বা Code of Practice প্রণয়ন।
- সম্ভাবনাময় জিআই পণ্যসমূহ শনাক্তকরণ ও ডাটাবেজ প্রণয়ন।
- সম্ভাবনাময় জিআই পণ্যসমূহের উৎপাদনকারী, বাজারজাতকারী বা ব্যবসায়ী ও স্বত্বাধিকারীগণের মধ্যে উক্ত পণ্যের নিবন্ধন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি।
- সম্ভাবনাময় জিআই পণ্যসমূহের জাতীয় মেধা সম্পদ অফিস অর্থাৎ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরে ও আন্তর্জাতিক যে সকল দেশে এ সকল পণ্যের বাজার রয়েছে বা বাজার সৃষ্টি হতে পারে সে সকল দেশের মেধা সম্পদ অফিসে নিবন্ধনের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- সম্ভাবনাময় জিআই পণ্যসমূহের নিবন্ধনে সরকারী সংস্থার আবেদনের হার কমিয়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যসমূহের উৎপাদনকারী, বাজারজাতকারী বা ব্যবসায়ী ও স্বত্বাধিকারীগণের সমন্বয়ে গঠিত সমিতি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদন বৃদ্ধি।
- সম্ভাবনাময় জিআই পণ্যসমূহের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিলাদি) খুঁজে বের করা ও উক্ত পণ্যসমূহের সকল দলিলাদি ও তথ্যাদি নিয়ে আর্কাইভ তৈরি।
- নিবন্ধিত জিআই পণ্যের উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রণয়ন ও অনুমোদিত ব্যবহারকারী হিসেবে নিবন্ধনের ব্যবস্থা গ্রহণ। এখানে অনুমোদিত ব্যবহারকারী বলিতে, যিনি বা যাহারা নিবন্ধিত জিআই পণ্যের উৎপাদনকারী, আহরণকারী, প্রস্তুতকারী বা প্রক্রিয়াজাতকারী হিসেবে দাবী করেন ও যিনি বা যাহার নাম অনুমোদিত ব্যবহারকারী হিসেবে নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত তাদের কে বুঝাইবে।
- নিবন্ধিত অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।
- নিবন্ধিত প্রতিটি জিআই পণ্যের জন্য আলাদা Web page চালুকরণ।
- নিবন্ধিত জিআই পণ্যের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারাভিযান পরিচালনা।
- অভ্যন্তরীণ Quality Circle গঠন।
- পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ কলা কৌশল প্রতিষ্ঠা করা ও মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৃতীয় পক্ষের মনিটরিং চালুকরণ।
- বাজার পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- নিবন্ধিত জিআই পণ্যের বিপণন ও ব্র্যান্ডিং কৌশল নির্ধারণ করা।
- সকল অনুমোদিত ব্যবহারকারীর নিবন্ধন শেষে Enforcement কার্যক্রম গ্রহণ।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য মেধা সম্পদের একটি পুরাতন শাখা হলেও একবিংশ শতাব্দীতে এসে তা বেশি মনোযোগ পায়। তবে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য স্বাধীন বাংলাদেশে প্রবর্তন হওয়া মেধা সম্পদের নতুন ও একমাত্র শাখা। তাই সম্ভাব্য সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সম্ভাবনাসমূহ কাজে লাগিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে নব যাত্রা শুরু করা মেধাসম্পদের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি হতে পারে বিশ্ব মঞ্চে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড তথা বাংলাদেশের নিজস্ব পণ্যের স্বত্ব রক্ষার নিয়ামক।



With Best Wishes & Compliments from



KR Steel Structure Ltd.

Genuine in Engineering. KR is Past, Present & Beyond...

**Manufacturer of Quality
Pre-Engineered Steel Buildings
& Structures**



www.krsteelstructure.com

CELL:

+8801708432500
+8801708432501
+8801708432502

E-MAIL:

info@krsteelstructure.com
sales@krsteelstructure.com

HEAD OFFICE:

BBC Steel Bhaban
South Shitalpur
Sitakunda, Chittagong.

CORPORATE OFFICE:

As-Salam Tower (11th Floor)
57, Agrabad, Chittagong.

DHAKA OFFICE:

House - 3A, Flat - A3, Road - 96
Gulshan Avenue
Gulshan-2, Dhaka.

FACTORY:

Boro Kumira
Sitakunda, Chittagong.

পপ্লটস্ট, ডিজাইন ও টঙ্কডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডি) এর সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের প্ৰতিপ্লবদন

পপ্লটস্টডিজাইন ও টঙ্কডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডি) মধাসম্পদ সংরপ্পণর দায়প্পতপ্প্রযাজিতশ্চি মন্স্জ্গালযাধীন একটি জাতীয় প্ৰতিদান। দপ্পশরসামাজিক, সাংস্কৃতিক অর্থক্ৰনতিক উনদয়প্পনমধাসম্পদর হর "তঙ্কপূর্ষমিকা অনস্মী-কার্য। এ লপ্প সদজনশীলতপ্প্রবং নব উপ্পদ্রাগপ্পকসহপ্পযাগিতাও সুব্বার কানবিচ্ছ নই। এ অধিদপ্তর ট্ৰাবপ্পনর সুব্বার জন্না পপ্লটস্টপ্প্রা ও সব্বার ইৎধহফরহম এর জন্না টঙ্কডমার্ক সার্ভিস মার্ক এবং প্প্রা ও প্প্রার নাসদনিক সাস্দর্ঘ সুব্বায় ডিজাইন রজিপ্পডশন প্ৰদান কপ্পর থাপ্পক।

০১. টঙ্কডমার্কস ইউনিট :

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছপ্পরসর্বপ্পমাট ৪৬০২টি টঙ্কডমার্কসনদ, ২১২০টি টঙ্কডমার্কসবায়ন সনদ এবং ১২১৩টি আপ্পবদন চূড়াল- নিম্মিকরা হপ্পয়প্পছ।

০২. পপ্লটস্ট ও ডিজাইন উইং

২.১. পপ্লটস্ট ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছপ্পরসর্বপ্পমাট ২৯০টি পপ্লটস্টচূড়াল-নিম্মি, ৪১৭টি পপ্লটস্টনদ নবায়ন এবং ২৫১টি আপ্পবদন পন্নিকরা হপ্পয়প্পছ।

২.২. ডিজাইন : ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছপ্পর সর্বপ্পমাট ১৪৮৬টি দরখাস- প্ৰামি, ১২৬৪টি ডিজাইন দরখাস- পরীা, ৮০২টি সনদ প্ৰদান এবং ৩১২টি সনদ নবায়ন কার্যক্ৰম সন্নদ করা হপ্পয়প্পছ।

০৩. ভৌগলিক নিপ্পর্দশক(GI) প্প্রা সন্স্কিত :

বিগত বৎসপ্পরবাংলাপ্পদপ্পশপ্প্রথম প্প্রভৌগলিক নিপ্পর্দশক(GI) প্প্রা হিপ্পসপ্পব শুজামদানীপ্পকনিবনে করা হপ্পয়প্পছ পরবর্তী ভৌগলিক নিপ্পর্দশকপ্প্রা হিপ্পসপ্পকইলিশ মাছ প্পকনিবপ্পেনর প্প্রক্রিয়টলপ্পছ। প্প্রধানমন্স্জ্গীকর্ষালপ্পয়র নিপ্পর্দশনানুযায়ীপ্পদপ্পশর বিভিন্নদপ্প্রপ্পলর প্প্রভৌগলিক নিপ্পর্দশকপ্প্রা নিবপ্পেনর জন্না সপ্পচতনামূলক কার্যক্ৰম ও প্প্রক্রিয়া চলমান রপ্পয়প্পছ বিভিন্নদ জলা হপ্পত প্প্র ২৪ টি এও প্প্রা নিবপ্পেনর আপ্পবদন প্প্রক্রিয়াধীন রপ্পয়প্পছ।



জামদানি বাংলাপ্পদপ্পশর প্প্রথম নিবতিে ভৌগলিক নিপ্পর্দশক প্প্রা।

ভৌগলিক নিপ্পর্দশক প্প্রা নিবনে সনদ প্ৰদান অনুদান



শ্ৰী সচিব মঞ্জুহাদপ্পয়র উপস্থিতিতে প্রভৌগালিক নিগদর্শক (জিআই) পূত্র হিঙ্গসপ্পব ইলিঙ্গশর নিবপ্পেনর জল্প মত্প্রা অধিঙ্গপ্পরর মহাপরিচালপ্পকর নিকট প্পথপ্পক আপ্পবদন গপ্পহন করপ্পছন প্পপপ্পটপ্পট, ডিজাইন ও প্পটপ্পডমার্কস অধিঙ্গপ্পরর প্পরজিডডার

০৪. কুবপ্পদশিক প্পয়াগাপ্পয়াগ :

৪.১. গণপপ্পজাতপ্পক্ষীম এর প্পমধাসপ্পদ অফিস State Intellectual Property Office (SIPO) এর Deputy Director General, Ms. Zhang Jing এর নতপ্পপ্পত্পত্পদপ্পত্রার পপ্পতিনিধিদল্ল ২ প্পশ প্পসপ্পটপ্পম্বর, ২০১৬ তারিঙ্গপ্পখ ডিপিজিটিটির সাপ্পথপ্পস্পিপিক আপ্পলাচনা কপ্পরন।



State Intellectual Property Office (SIPO) পপ্পতিনিধিদপ্পলর ডিপিজিটিপ্পত আপ্পমন

৪.২. গত ০৩/১০/২০১৬ খিঙ্গপ্পতারিঙ্গপ্পখ গণপপ্পজাতপ্পক্ষীপ্পনর Yunnan প্পপ্পদপ্পশত্র Administration for Industry and Commerce এর ০৪ সদপ্পত্রার একটি পপ্পতিনিধিদল এ ডিপিজিটিপ্পর সাপ্পথ মত বিনিময় কপ্পরন।



Yunnan Administration for Industry and Commerce পঞ্চতিনিধিদপ্তর ডিপিডিটি পরিদর্শন

৪.৩. গত ২৪/০১/২০১৭ তারিখ জাপান দূতাবাসের কর্মকর্তা ডিপিডিটিআর রজিষ্টার মঞ্জহাদপ্লয়র সাপ্লথ মত বিনিময় কপ্লরন।



জাপান দূতাবাসের কর্মকর্তার সাপ্লথ পপ্লটসট, ডিজাইন ও টপ্লডমার্কস অধিদপ্লরর রজিড্ডার জনাব মাঃ সাপ্লনায়ার প্লহাপ্লসন

৪.৪. গত মার্চ মাপ্লসState Intellectual Property Office (SIPO) এর ডপুটিকমিশনার Dr. HE Zhimin এর নতপ্লপ্লস্টে সদপ্লয়র একটি প্লতিনিধি দল বাংলাপ্লদশ সফপ্লর আপ্লসন এবং ১৯/০৩/২০১৭ তারিখ ডিপিডিটিআর সাপ্লথU স্মর কপ্লরন।



পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এর সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এর মেধাসম্পদ বিষয়ক দপ্তর State Intellectual Property Office (SIPO) এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

৪.৫. ডিপিডিটি'র রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন গত ১২-১৪ এপ্রিল, ২০১৭ দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত মেধাসম্পদ দপ্তরসমূহের প্রধানদের সম্মেলনে যোগদান করেন।



মেধাসম্পদ দপ্তর সমূহের প্রধানদের সম্মেলনে ডিপিডিটি'র রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন

৪.৬. গত ০২-১১ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত World Intellectual Property Organization (WIPO) এর সাধারণ অধিবেশনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোশাররফ হোসেন ভূইয়া ও ডিপিডিটি'র রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন যোগদান করেন।



WIPO এর সাধারণ অধিবেশনে শ্রী মন্ডুগালপ্লয়র সিনিয়র সচিব জনাব মাশাররফ হাঙ্গসন ভূইয়া ও ডিপিডিটির রজিষ্টার জনাব মাঃ সাপ্নায়ার প্লাপ্পসন

০৫. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্মেলন : পৃতি বাপ্পররনায় ডিপিডিটি কর্তৃক মন্ডুগালপ্লয়র প্লাপ্পথ্যাসমপ্পয়বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৭-১৮ স্মর করা হপ্পয়প্পছ।



শ্রী মন্ডুগালপ্লয়র সিনিয়র সচিব মপ্পহাদপ্পয়র সাপ্পথ পপ্পটপ্পট, ডিজাইন ও টপ্পডমার্কস অধিদপ্পয়র রজিডপ্পয়র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০১৭-১৮ স্মর।

০৬. মধাসম্পদ সন্নির্কিত কার্যক্রম : গত ২৬ শএপ্পিল, ২০১৭ তারিপ্পথবিশ্ব মধাসম্পদ দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলপ্প ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিউশন, বাংলাপ্পদশরমনা হপ্পত প্পস কপ্পগব্যাকা পর্যস্প্লালী অনুদিত হয়। এ ছাড়া মধাসম্পদ বিষপ্পয়সপ্পচতনতামূলক কর্মসূচীর আপ্পয়াজন করা হয়।



বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন উপলক্ষ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন, বাংলাদেশদশ রমনা হস্ত পূস কঞ্চাব ঢাকা পর্যন্ত-ব্রাহী অনুশন

০৭. ভগ্ন ও যাগাপ্নযাগ পুয়ুক্তি সন্নির্কিত কার্যক্রম :

পপ্লটসর্টডুজাইন ও টঙ্কডমার্কস্বাধিদ্র-প্লক পূর্ণাঙ্গ অপ্লটাপ্নমশপ্ননরাতায় আনয়প্ননরলপ্ল ইপ্লতামপ্লপ্লরোপক কার্যক্রম হাপ্লত নয়াহপ্লয়প্লছ এই প্ল্ল অর্জপ্লনWorld Intellectual Property Organization (WIPO) এর সহায়তায় এই অধিদপ্লর একটি ওপ্লয়বপ্লিকি Industrial Property Automation System (IPAS) সফটপ্লয়ার ইন্সটল করা হপ্লয়প্লছ উক্ত সফটপ্লয়ার এর মপ্লপ্লম মধাসম্পদ বিষয়ক সকল নথির (পূায় ২.৫ ব্ল) কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সফটপ্লয়ারের মপ্লপ্লম পূতি বছর পূায় ৫০ হাজার পপ্লন্টর পূক্রিয়াকরণ করা হয়।

e-Nothi (www.nothi.gov.bd) সিপ্লম এর মপ্লপ্লম সকল পূশাসনিক নথির কার্যক্রম পরিচালিত হপ্লছ।



২ দিনপ্লাপি ই-ফাইলিং (নথি) প্লবপ্লপনা বিষয়ক পূশ্বিণ কর্মসূচি



ই-ফাইলিং (নথি) ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডি)
শিল্প মন্ত্রণালয়

শুভ উদ্বোধন

প্রধান অতিথিঃ জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন
রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত সচিব)

স্বপ্ন দেখা-স্বপ্নের শব্দ, চিত্রকর্মে
সংগ্রহ ০০ নং, ২০১৭



ই-ফাইলিং (নথি) ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এর উদ্বোধন কল্পন পপটসট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের রজিডার

সম্প্রতি ডিপিডি E-GP এর মাধ্যমে সমস্ত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম জরুরি কল্পনপপট এ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dpdt.gov.bd) মধ্যস্থতায় সকল আইন-বিধি, ফরম, ফি, আপলোড প্লান নথিমালা, পরিসংখ্যান, সিটিপ্লান চার্টার, সকল সনাক্তিত প্রাথমিক ধারণা এবং FAQ হালনাগাদ করা প্লনপপট।

উল্লিখিত ওয়েবসাইট প্লন আপলোড নথিমালা ডাউনলোড কল্পন যথাযথভাবে পূরণপূর্বক অধিদপ্তরের Help Desk-এ জমা দাঙ্গনর নথিমালা চালু প্লনপপট। ফেসবুক পইজ (www.facebook.com/dpdt.gov.bd) এর মাধ্যমে নাগরিকপ্লনর বিভিন্ন প্লনপ্লনর সবা বিষয়ক তপ্প প্লনসহ উপস্থিত প্লনপ্লনরও জবাব প্লন দাঙ্গন করা হয়।

প্ধানমন্ত্রীর কার্যালয় a2i এর মাধ্যমে Patent Tube প্লনপ্লনর কার্যক্রম চলমান প্লনপপট উক্ত প্লনপ্লনর মাধ্যমে আপলোডকারি অনলাইন আপলোডন করপ্লনত স্বম প্লনপ্লন। এছাড়াও একটি কারিগরি প্লন গৃহপ্লনর উপ্লনগ নয়া প্লনপপটহার মাধ্যমে অল্ট অধিদপ্তরের যাবতীয় কার্যক্রম ও সবা অনলাইন সপ্লনদ করা যাপ্লন।

০৮. অনলাইন সবা কার্যক্রম : ডিপিডিঅর সবা প্লন প্লনক্রিয়া সহজীকরণর উপ্লনপ্লন সপ্লনক্রিয়া অনলাইন সবা কার্যক্রম উপ্লনপ্লন করা প্লনপপট।



ডিপিডিঅর অনলাইন সবা কার্যক্রম এর উপ্লনপ্লন অনুদাঙ্গন মাননীয় শ্চি মন্ত্র্ী, শ্চি সচিব ও রজিার।

০৯. সবা স্মাহ পালন : বাংলাদেশদপ্পশর উনদয়নশীল দপ্পশ উরগ উপলপ্প সন্স্কতি সবা স্মাহ পালন করা হপ্পয়প্পছ।



সবা স্মাপ্পহ মাননীয় শ্চি সচিব কর্তৃপ্পক সনদ বিতরণ এবং ডিপডিটিঅর আনপদ শাভাযাল্টা

১০. রাজস্ব আদায় : ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছপ্পরডিপিডিটিঅরবাপ্পজট বরাল্ট ছিল ৫,২৩,০০,০০০/- টাকা যা থপ্পব্ক্লয় হপ্পয়প্পছ ৪,৩৯,৪৮,০০০/- টাকা। বাপ্পজটবাপ্প-বায়প্পক্ষাগ্গতি ৯৪.৪৯ শতাংশ। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছপ্পরডিপিডিটিঅররাজস্ব আদাপ্পয়র প্পমাল্টা ছিল ১৫,৬৩,৭০,০০০/- (পপ্পনর কাটি তযশ্চি প্প স্কুর হাজার) টাকা। তার বিপরীপ্পত আদায় হপ্পয়প্পছ ১৬,৫৪,৬৯,০০০/- (ষাল প্পকাটি চুয়ানদ প্প উগপ্পুর হাজার) টাকা অর্থাৎ আদাপ্পয়র হার ১০৬%।

CUTE

Neem
Enriched with Natural Moisturizer & Neem oil

প্রাকৃতিক সুরক্ষাই আসল সুরক্ষা

99.9% QUALITY

PRODUCTS AT A GLANCE

<p>HUSAIN TUBES</p> <p>HUSAIN TUBES</p>	<p>TOURINO BIKE TYRES</p> <p>TOURINO BIKE TYRES</p>	<p>HUSAIN TUBE & CURING BAG Made of 100% butyl rubber</p> <p>HUSAIN TUBE & CURING BAG</p>
<p>TOURINO RECLAIM RUBBER</p> <p>TOURINO RECLAIM RUBBER</p>	<p>TOURINO SUBSTITUTED TUBES</p> <p>TOURINO SUBSTITUTED TUBES</p>	<p>APEX FOAM Since 1972</p> <p>APEX FOAM Since 1972</p>
<p>MEMORY FOAM FOR HEADREST</p> <p>MEMORY FOAM</p>	<p>BEAM CONTOUR MEMORY FOAM PILLOW</p> <p>BEAM CONTOUR MEMORY FOAM PILLOW</p>	<p>Sleep Time FOR HEADREST</p> <p>Sleep Time FOR HEADREST</p>
<p>APEX FOAM Since 1972</p> <p>ACOUSTIC FOAM FOR HEADREST</p>	<p>naturetech PET & IR ADHESIVE</p> <p>naturetech PET & IR ADHESIVE</p>	<p>STANZA DIGITAL TV</p> <p>STANZA DIGITAL TV</p>

100% BEST PRICE

APEX CORP LTD. - 100% BEST PRICE

APEX CORP LTD. - 100% BEST PRICE

APEX CORP LTD. - 100% BEST PRICE

APEX CORP LTD. - 100% BEST PRICE

APEX RUBBER LTD.

APEX RUBBER LTD.

APEX RUBBER LTD.

APEX RUBBER LTD.

APEX RUBBER LTD.

APEX HUSAIN

www.apexhusain.com

কোকোলা ফুড প্রোডাক্টস

১০ মিনিট
গরম পানি ঢেলে আশেখা করুন

বোল নুডলস

স্টিক নুডলস

কোকোমামা ইন্সট্যান্ট নুডলস

কোকোলা ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
facebook.com/cocolafoods Hotline : 01979991600

ISO 9001:2008 HACCP CERTIFIED

Taste Me
আকাশনাচক টেক

৪টি স্বাদ/নাক ফ্লেভারে

SMC

f /TasteMeBangladesh



*With Compliments
From*



Simplifying the Nutrition in Every Day Life

Baby Nutrition Limited

Khan Mansion (4th Floor), 107 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

BUTTERFLY
Committed to Care

16571
Eco+ Service & Support

Premium Cool

Smart Cool

eco+

3
YEARS
COMPRESSOR
WARRANTY

এই গরমে সহজ সমাধান!

এই গরমে এসি কেনার জটিল অঙ্কটা সহজ করতে এলো
সবার ট্রাস্টেড ব্র্যান্ড ইকোপ্লাস।

- ফ্রি ইন্সটলেশন
- গোল্ড ফিন
- R410A রেফ্রিজারেন্ট
- কপার কনডেনসার

কিন্তুই
সস্তা

EMİ
সুবিধা

মোবাইল
ব্যাকক
সুবিধা

eco+

অঙ্কটা সহজ



**Wishing Success
of the
World Intellectual Property Day
2018**

**DR KAMAL HOSSAIN
& ASSOCIATES
BARRISTERS-AT-LAW
ADVOCATES
LEGAL CONSULTANTS**

**CHAMBER BUILDING
122-124 MOTIJHEEL C.A
DHAKA-1000 BANGLADESH
TEL: 8802 9552946
9564954
9560655 . 9565259
FAX: 8802 9564953
khossain@citechco.net
www.khossain.com**



তবুও
মনি
ভালো
থাক

আগামী তিন
দিন ইন্টারনেট
বন্ধ থাকতে
পারে

ডেলিভারি সার্ভিস
সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে
ইন্টারনেট বন্ধ থাকবে
কিন্তু আমরা এখানেই
আপনার পাশে থাকি।



নতুন

জাফরান
মলাই
আইসক্রীম

পোলার-এর নতুন রাজকীয় জাফরান মলাই,
সাথে মজাদার ছানা, কিসমিস, খেজুর ও বাদামের দারুণ মিশ্রণ -
অন্যায়সে ভালো করে দেবে আপনার মন।





Microscopic perfection for global healthcare solutions.

BEXIMCO PHARMA
here's to life

We take it minute by minute, drop by drop, molecule by molecule. The miracle of a pyramid is in the perfection of every stone. The miracle of life is in the health of every cell. At Beximco Pharma, we are tireless at achieving such perfection in every molecule of our medicines. That's our little contribution to life. Here's to perfection. Here's to life.

PRAN
www.pranfoods.net

The Shade of LIFE

Delighting consumer taste buds across the globe, PRAN have taken the noble oath to ensure the best in quality brands of food and beverages to millions of people in more than 121 countries of the world. We are proud of our journey, which started in Bangladesh in 1981, to reach you. Our pursuit for happiness will continue till we see that precious smile of fulfillment on YOUR face!



SINGER VISTA
আমার smart tv

ফ্রি ওয়্যারলেস কীবোর্ড

শুধুমাত্র বাংলাদেশীদের জন্য

SINGER
HELP @ LINE
16482

www.singerbd.com

We wish a
Grand Success
of World Intellectual Property Day, 2018

Powering
change:
Women in
innovation
and
creativity

Advocates IP Law Alliance

www.biplobd.com



中国功夫集团有限公司 SINO CONFO GROUP LIMITED

Made
in China



100% Natural

CONFO LIQUIDE এর ৬ টা কাজ

**Refreshing &
Give you energy**

সতেজতা এবং পুন সক্রিয়তা।



**Anti carsickness &
Seasickness.**

গাড়ি ও জলযান ভ্রমণের
অসুস্থতা নিবারক।



Loose your nose stuck.

সর্দিতে জমে যাওয়া নাক
পরিষ্কার।



**Drop into shower water
& Feel very cold .**

পানিতে কয়েক ফোটা মিশিয়ে
গোসলে শীতলতা অনুভব।



**Anti mosquito &
Relieve mosquito
bite inch.**

মশা না কামড়াতে সহায়তা এবং
মশার কামড়ের যন্ত্রনা উপশম।



**Relieve headache &
Toothache .**

মাথা ও দাঁত ব্যাথার উপশম।



IT IS YOUR TRAVEL & FAMILY FRIEND.

ভ্রমণ এবং পরিবারের বন্ধু।

**WHEN UNCOMFORTABLE
CHOOSE CONFO**

যখনি অস্বস্তিকর অনুভব তখনি পছন্দ (CONFO)

1. Made in china. 2. Natural plant product.
চীনের গৈরি পণ্য। প্রাকৃতিক উদ্ভিদ পণ্য।

3. Peppermint oil smell fresh.
মেহুল তেলের সতেজ অনুভূতি।



ফেয়ার & লাভলী | আয়ুর্বেদিক কেয়ার™

শুধু ক্রিম নয়, গোল্ডেন গ্লো ট্রিটমেন্ট



কসমেটিক্যাল প্রিন্সিপাল / ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিল ট্রেডমার্কের সাথে তুলনীয় নয়। কসমেটিক ডেভেলপ-এর ট্রেডমার্কের কথা বিবেচনা করে নেওয়া।

ADCOMW2018



BERGER
express
painting

ঝুঙ করতে ঘরময়
ধুলো-ময়লা আর নয়



সবার কাছে পরিষ্কার করা মানেই সারা ঘরে ধুলো-ময়লা এবং রঙের ছড়ানি। এইসব শেখান থেকে মুক্তি নিতেই বাড়ির পেইন্টিং নিয়ে এসেছে এক্সপ্রেস পেইন্টিং সলিউশন। পরিষ্কার করে এই আধুনিক সার্ভিস ঘরোয়া ছড়াকির সমস্যাকার মাঝে ধুলো-ময়লা কম ছড়িয়ে সাধারণ পরিষ্কার তুলনায় অনেক কম সময়ে ঘর-পাড়ি করা যায়। ২৪৩ রঙ নির্মূল উজ্জ্বল এবং চিহ্নিত করে খুব বিশিষ্ট।

FREE CALL
08000-123456

BERGER
Trusted Worldwide

YC

শিষ্ণতা ছড়িয়ে থাকুক,
সৌন্দর্য ফুটে উঠুক

প্রাকৃতিক উপাদানে সফ্রু YC কেইল ওয়াশ ব্যবহারে ত্বক হয়ে উঠে উজ্জ্বল, কর্ণা ও কোমল।



UNION

facebook

www.facebook.com/unionbdconsumer

M+S+B
M: S: B

Original YC
Made in Thailand

We wish a grand success
of
World Intellectual Property Day, 2018



OFFICE:

Darus Salam Arcade, 11th floor
Suite # 1108, 14 Purana Paltan
Dhaka-1000, Bangladesh;

T: +880 2 9586772

M: +880 1717384344

E-mail: info@aptiplaw.com

Web : www.aptiplaw.com

"April 26"

WISHING A SUCCESSFUL

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY 2018

"Women in Creativity is Power to the World of Intellectual Property"



Patent & Trade Mark Attorneys

Nipobon Asgar Garden,
462, Green Way, Flat No. A/2 (2nd Floor),
Moghbazar, Dhaka-1217, Bangladesh
Tel: +880-2-9354480, Fax: +880-2-9340830
Mob: +8801717 204775
E-mail: info@rana-associates.com
Website: www.rana-associates.com

With the best Wishes
Intellectual Property Day 2018



DOULAH & DOULAH

*(Providing composite Intellectual Property law services since: 1965)
Trademark, Patent & Copyright Attorneys*

Contact Address:

Plot 153/2, Road 2/2, Block-A
Section-12, Mirpur, Dhaka-1216
Bangladesh

Tels: + (880-2) 8035538 & 9003153

Mobile: + (880-1) 911482175

Email: doulah@doulah.com

Website: www.doulahanddoulah.com
www.doulah.com



ENGLISH BONE

A class of it's own

DECOR: ROSY ROMANCE 10270

DINNER SET

32 PCS	52 PCS
BDT 7,500	BDT 15,950



monno
Porcelain & Bone China
Est'd. 1984

For Purchase Your Dinner Set

Hot Line: 01755559003

*Home delivery available

monno.com

monnotableware

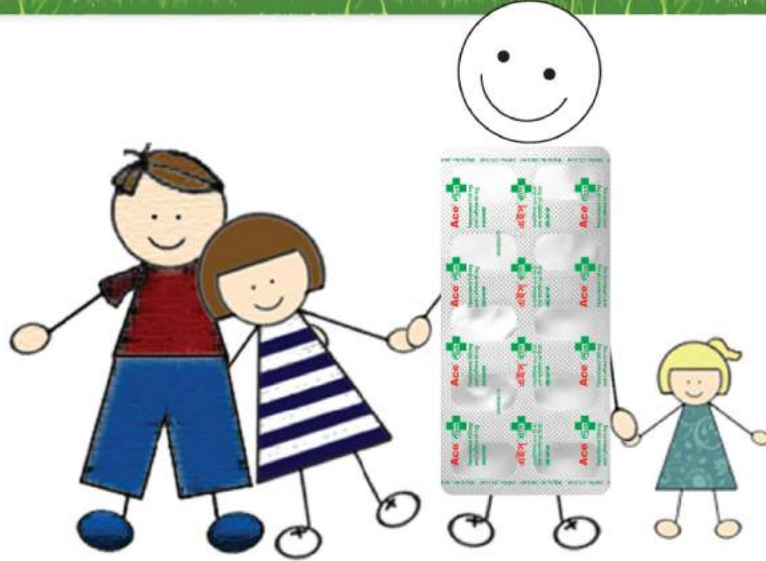
MONNO Ceramic

monno_ceramic

জ্বর তাড়াতে ফাস্ট ক্লাস
ঘরে রাখুন এইস প্লাস

এইস[®] প্লাস

প্যারাসিটামল বিপি ৫০০ মি.গ্রা. এবং
ক্যাফেইন বিপি ৬৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট



আপনার পরিবারের একজন সদস্য

Since 1958



SQUARE
PHARMACEUTICALS LTD.
BANGLADESH

www.squarepharma.com.bd




SQUARE

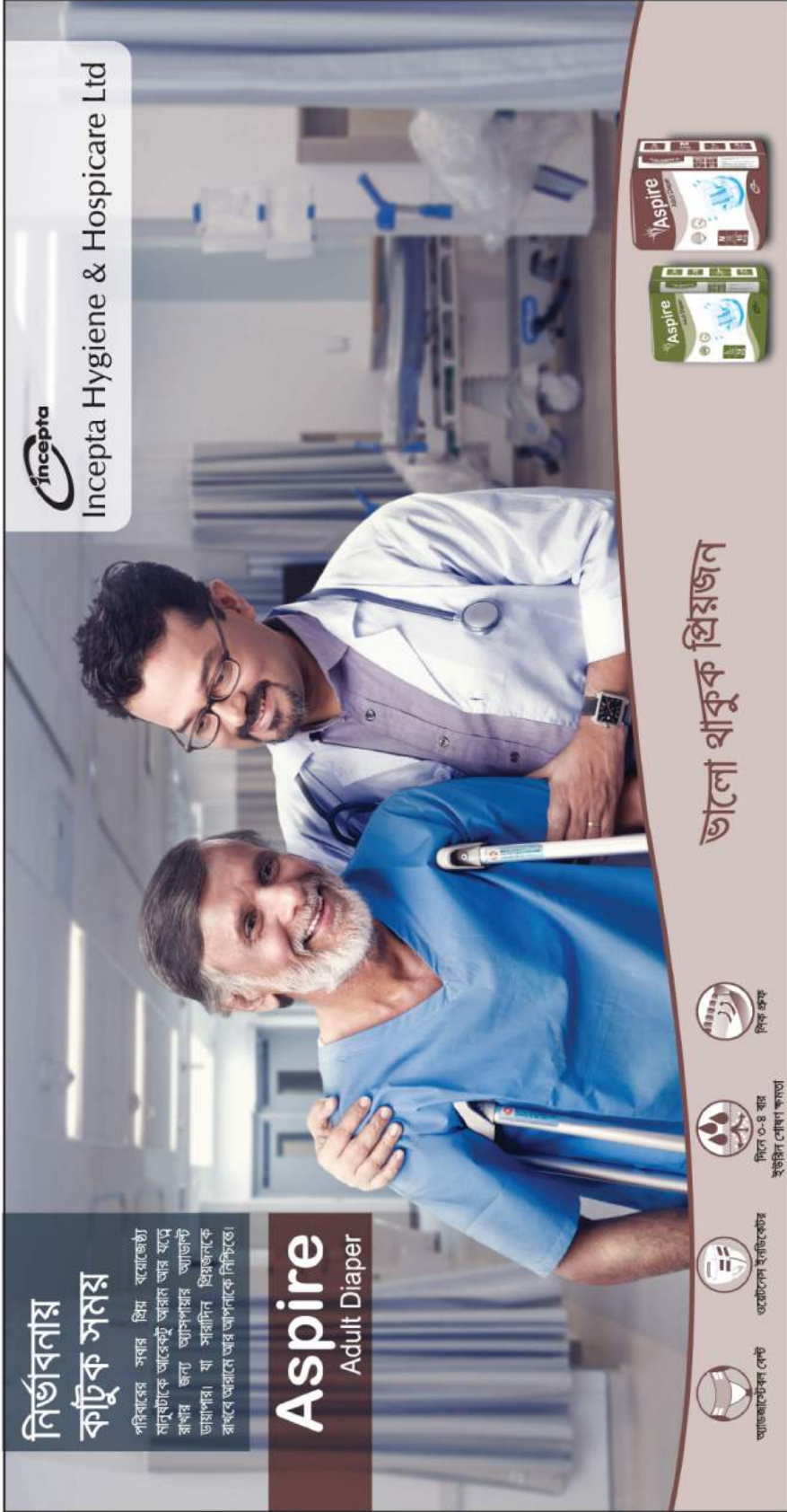


নির্ভরনায় কাটুক সময়

পরিবারের সবার প্রিয় বয়োজ্যেষ্ঠ
মানুষটাকে আরেকটু আরাম আর যত্ন
স্বার্থে জন্য অ্যাসপায়ার অ্যাডাল্ট
ডায়পার। যা সারাদিন স্টিফজাকে
রাখবে অস্বাভাবিক আর আপনাকে নিশ্চিন্তে।

Aspire Adult Diaper


Incepta Hygiene & Hospicare Ltd



ভালো থাকুক প্রিয়জন



অ্যাডাল্টসেল পেন্ট



ওয়েবসেল ইনটিউক্টর



দিনে ০-৪ বার
ইস্ট্রিস লেইশ্বা ক্ষমতা



সিঙ্ক ড্রেন





KABIR TOY GARDEN LTD.

Head & Corporate Office:

Nahar Plaza, 14th Floor,
Room#1511 & 1512,
37 Bir Uttam C.R. Dutta Road,
Hatirpool, Dhaka-1205,
Bangladesh.

Phone : + 88 02 9677806

Mobile : + 88 01992014860

Email : ffk.dhaka.bd@gmail.com

ffk_dhaka_bd@yahoo.com

Web : www.harkbd.com





*Quality
built in
products*

RADIANT
PHARMACEUTICALS

www.radiant.com.bd

- Radiant Pharmaceuticals Limited
- Radiant Business Consortium Limited
- Radiant Nutraceuticals Limited
- Radiant Distributions Limited
- Pharmacil Limited

ছয় ধাতুর এই দেশে
রূপের নতুন পরশে-
তুকের যত্নে
...আর সৌন্দর্যের প্রথমে
Swiss Line
COLOR COSMETICS

Manufacture by



☞ ঘোরা জেল সফট ☞ ঘোরা জেল সূপার হার্ট



☞ জেল পাউডার ☞ কাউন্টেন ড্রীম



☞ কাজল ☞ মাসকারা



☞ সিল্ক বাডি সোপন ☞ বাডি সোপন



☞ পেন কেক ☞ আই মাইনার



☞ বেগা আকর ☞ জায়েল মূর আকর ☞ সারায়েল আকর

Dhaka, Bangladesh.



☞ পিঙ্ক লেডি ☞ প্রোজার



☞ গোল্ড ☞ আফটার শেভ



☞ বিউটি



☞ কিস্ কিস্ ☞ কেইট অফ ড্রাগমার



☞ পিঙ্ক লেডি



☞ কোরোম



☞ ই লাক ☞ বিস্



☞ ডায়মন্ড ☞ কালার রাইট



☞ ইটারনাল লাভ